হাসির গান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩২

মূল্য এক টাকা

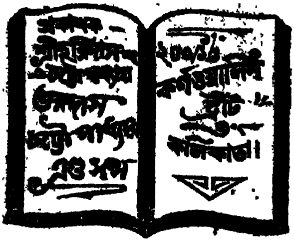

নবম সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

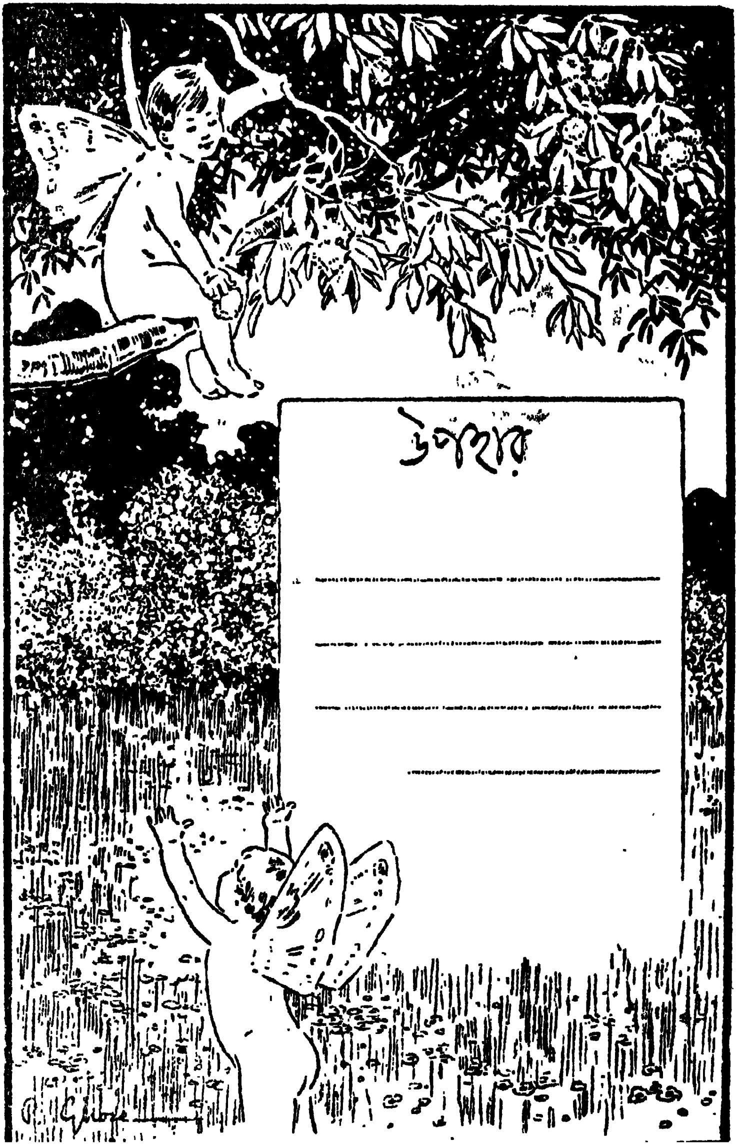
উপহার

নবম সংস্করণের নিবেদন

এই সংস্করণে "গানের" মধ্যে যে হাসির গান কয়টি আছে তাহা প্রদত্ত হইল—"হাসির গানের" সম্পূর্ণতা বিধানার্থে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২
৩৪, থিয়েটার রোড
কলিকাতা

নিবেদক—
শ্রীদিলীপকুমার রায়

সূচীপত্র

গানের নাম	পৃষ্ঠা	গানের নাম	পৃষ্ঠা
তান্‌সান্‌-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ	১	বদ্‌লে গেল মতটা	২৭
ইরাণ দেশের কাজি	২	নন্দলাল	২৮
রাম-বনবাস	৩	হিন্দু	৩০
দুর্ব্বাসা	৪	কবি	৩১
জিজিয়া কর	৫	চণ্ডীচরণ	৩২
খুসরোজ	৫	স্ত্রীর উমেদার	৩৪
কালোরূপ	৭	যেমনটি চাই তেমন হয় না	৩৬
দশ অবতার	৭	কি করি	৩৭
কৃষ্ণ-রাধিকা-সংবাদ	৮	প্রাণান্ত	৩৮
Reformed Hindoos	১০	প্রেম-তত্ত্ব	৩৯
বিলাত ফের্ত্তা	১২	প্রণয়ের ইতিহাস	৪০
চম্পটির দল	১৪	নূতন চাই	৪১
নতুন কিছু করো	১৫	এসো এসো বঁধু এসো	৪২
হোল কি	১৭	নয়নে নয়নে রাখি	৪৩
নবকুলকামিনী	১৮	সবই মিঠে	৪৩
পাঁচটি এয়ার	১৮	আমরা ও তোমরা	৪৪
কিছু না	১৯	তোমরা ও আমরা	৪৬
যায় যায় যায়	২১	চাষার প্রেম	৪৭
বলি ত হাস্‌ব না	২২	বুড়ো বুড়ী	৪৯
তা' সে হবে কেন	২২	তুমি বুঝি মনে ভাব	৪৯
এমন ধর্ম্ম নাই	২৪	বিরহ-তত্ত্ব	৫০
গীতার আবিষ্কার	২৫	বিরহ-যাপন	৫১

গানের নাম	পৃষ্ঠা	গানের নাম	পৃষ্ঠা
চাষার বিরহ	৫১	আমি যদি পিঠে তোর ঐ	৭০
অনুতাপ	৫৩	বেশ করেছো	৭১
তোমারি তুলনা তুমি	৫৩	হ'তে পার্ত্তাম	৭৩
নূতন প্রেম	৫৩	জানে না	৭৫
বসন্ত-বর্ণনা	৫৪	ভাবনায়	৭৬
বিষ্যুৎবারের বারবেলা	৫৫	ধর ধর	৭৬
বিলেত	৫৬	বরাবরই ব'লে গেছি	৭৭
বর্ষা	৫৮	I thoroughly agree.	৭৮
কোকিল	৫৯	চাকরি করা হয়রাণি	৮১
শেয়াল	৫৯	এটা এক অভিনব	৮২
শালিক পাখী	৬০	সে আসে ধেয়ে	৮৩
জগৎ	৬১	জাগ জাগরে নেপাল	৮৩
পৃথিবী	৬১	হেলে দুলে গোঠে	৮৪
সংসার	৬২	আমরা সবাই পড়ি	৮৪
পূর্ণিমা-মিলন	৬৩	আমি নিশিদিন তোমায়	৮৫
চা	৬৪	সখি শ্যাম না এলো	৮৫
পান	৬৪	ও রে রে রে নেপাল	৮৫
সন্দেশ	৬৫	আহা ভেবো না.	৮৬
সালসা-খাও	৬৫	মার্ মার্ মার্	৮৬
ভাঙ	৬৭	আমি আর কি	৮৭
সুরা	৬৮	আজ, চল চল	৮৭
প্রেম-পরিণাম	৬৯	নিপট কপট তুঁহু	৮৭
মদ্যপ	৬৯	এসো হে, বঁধুয়া	৮৮

গানের নাম	পৃষ্ঠা	গানের নাম	পৃষ্ঠা
খাও দাও নৃত্য কর	৮৯	নিয়ে বারো হাজার	৯২
সেদিন নাইরে ভাই	৮৯	বঁধুহে আর কোরোনা রাত	৯৩
আমরা ভয় পেয়েছি ভারি	৯০	এখনো তারে চোখে দেখিনি	৯৪
ও তার কটিদেশে	৯১	ওহে প্রাণনাথ পতি	৯৪
নিদয় বিধাতা	৯১	আর তো চাটগাঁয় যাবো না	৯৫
ও তাঁর বিশাল দেহ	৯২	আহা কিবা মানিয়েছে রে	৯৬

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের সুযোগ্য পুত্র

প্রাচ্য, প্রতীচ্য, সঙ্গীত-কলা-কুশলী

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় সঙ্কলিত

হাসির গানের স্বরলিপি

[ইহাতে ৩৯ খানি সুপ্রসিদ্ধ গানের স্বরলিপি আছে]

কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৲ টাকা, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

দ্বিজেন্দ্র-গীতি—প্রথম খণ্ড

ইহাতে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের প্রণীত অক্ষয়-কীর্ত্তি—অমর গাথা—প্রাণস্পর্শী চল্লিশটি গানের অতি সুন্দর ও বিশদ **স্বরলিপি** প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—১।৷৹

দ্বিজেন্দ্র-গীতি—দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিজেন্দ্রলালের বিশ্ববিখ্যাত চল্লিশ খানি সঙ্গীতের **স্বরলিপি** আছে। মূল্য—১।৷৹

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

হাসির গান

১। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক

তান্‌সান্‌-বিক্রমাদিত্য সংবাদ

হো—বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব রত্ন ন' ভাই ;
আর, তান্‌সান্ ছিলেন মহা ওস্তাদ—এলেন তাঁহার সভায় ;
অ—অর্থাৎ আস্‌তেন নিশ্চয় তান্‌সান্ বিক্রমাদিত্যের 'কোর্টে'—
কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন তান্‌সান্ জান্মান্‌নিক মোটে।
(কোরাস্) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি—
মেও এঁও এঁও।

যাহোক্, এলেন তান্‌সান্ কলিকাতায় চ'ড়ে রেলের গাড়ী ,
আর, 'হুগলি ব্রিজ' পার হ'য়ে উঠ্‌লেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ী ;
অ—অর্থাৎ উঠতেন নিশ্চয়, কিন্তু 'রেল পুল' তখন হয় নি ;
আর, বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী—উজ্জয়িনী।
(কোরাস্) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি,—
মেও এঁও এঁও।

যাহোক্, এলেন তান্‌সান্ রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদি ;
আর, নিয়ে এলেন নানা বাদ্য—'পিয়ানো' ইত্যাদি ;—

অ—অর্থাৎ আস্‌তেন নিশ্চয়, কিন্তু হ'ল হঠাৎ দৃষ্টি,
যে হয়নিক তান্‌সানের সময় 'পিয়ানো'র ও সৃষ্টি
(কোরাস্) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি,—
মেও এঁও এঁও।

যাহোক্, তান্‌সান্ গাইলেন এমন মল্লার, রাজা গেলেন ভিজে ,
আর গাইলেন এমন দীপক, তান্‌সান্ জ্ব'লে উঠলেন নিজে ;—
অ—অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজে, আর তান্‌সান্ উঠতেন জ্ব'লে ;
কিন্তু, রাজার ছিল, 'ওয়াটারপ্রুফ,' আর তান্‌সান্ এলেন চ'লে।
(কোরাস্) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি,—
মেও এঁও এঁও।

হ'ল সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তান্‌সানের গীতি বাদ্য ;,
আর, আজও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ ;
অর্থাৎ, তাঁর গানের শ্রাদ্ধ—তাঁর ত হ'য়ে গেছে কবে ?
আর, তান্‌সান্ মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন ক'রে হবে ?
(কোরাস্) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি,—
মেও এঁও এঁও।

ইরাণ দেশের কাজী

আমরা ইরাণ দেশের কাজী।
আমরা এসেছি একটা নূতন আইন প্রচার কর্ত্তে আজি।
যে, যা বলিবে সবই ইমামকুল, হউক মিথ্যা হউক ভুল ;—
তোমাদের হবে বলিতে তাতেই "বাহবা, বাহবা, বা জি !"

ইমাম সবাই সত্য-প্রিয়, পার্শী মিথ্যাবাদী,
পার্শী ইমামে বিবাদ বাধিলে, পার্শীই অপরাধী।
পার্শী ঠেকিলে ইমাম গায়, (তার) মাথাটি বাঁচানো হইবে দায়;
পার্শীর শির কাটিয়া লইলে, হইতে হইবে রাজি ।:
আমরা সবাই দেখেছি ইমান্ বিচার করিয়া সূক্ষ্ম—
ইমাম সবাই বুদ্ধিমান্, আর পার্শী সবাই মূর্খ;
পার্শীর তবে হইল রদ—ব্যতীত কুলী ও কেরাণী পদ;
হাকিম হকিম হইবে সবাই হোসেন হাসেন হাজি।
দাদাভাই হোক্ জিজিভাই হোক্ কারসেট্জী কি মেটা—
আজ থেকে তবে ঠিক হ'য়ে গেল—সবাই সমান বেটা;
তবে, যে বেটা বলিবে, "হাঁ হাঁ তা হোক্" সে বেটা কতক
ভদ্রলোক;
আর, যে বেটা বলিবে "তা না না না না না", সে বেটা
বেজায় পাজী।

রাম-বনবাস

একি হেরি সর্ব্বনাশ!
রাম, তুই হ'বি বনবাস—একি হেরি সর্ব্বনাশ!
তোরে ছেড়ে রবে না প্রাণ—আমার ধ্রুব এ বিশ্বাস।
একি হেরি সর্ব্বনাশ!
যদি, নিতান্ত যাইবি বনে, সঙ্গে নে' সীতা লক্ষ্মণে,
ভালো এক জোড় পাশা, আর ঐ (ওরে) ভালো দু'জোড় তাস।

একি হেরি সর্ব্বনাশ !
ওরে, আমি যদি তুই হইতাম, পোর্টমাণ্টর ভিতরে নিতাম,
বঙ্কিমের ঐ খানকতক (ওরে) ভালো উপন্যাস !
একি হেরি সর্ব্বনাশ !
ও রাম, দেখিস্ তোর ঐ বাপ মাকে চিঠি লিখিস্ প্রতি ডাকে,
আর মাঝে মাঝে রাত্রিকালে, (ওরে) 'পোটেটো চপ্' খাস্।
একি হেরি সর্ব্বনাশ !

দুর্ব্বাসা

পুরাকালে ছিল, শুনি;
দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি—
অজানুলম্বিত জটা, মেজাজ বেজায় চটা,
দাড়িগুলো ভারি কটা ;
পারিত না বটে লিখিতে কবিতা মহর্ষি বাল্মীকি চাইতে ;
পারিত না বটে নারদের মত বাজাতে নাচিতে গাইতে ;
কিন্তু ঋষি ভারি রোষে বিনা কারো কিছু দোষে,
গালি দিত খুব ক'সে ,
করে দিত কারো ব্যবস্থা সুন্দর নানাবিধ ভালো খাদ্য ;
ক'রে দিত কারো, বিনা ব্যয়ে, পিতৃপিতামহশ্রাদ্ধ ;
তার ভয়ে দিবানিশি বিকম্পিত দশদিশি—
এমনি বেয়াড়া ঋষি ;—

জিজিয়া কর

পাঁচশ' বছর এমনি ক'রে আস্‌ছি স'য়ে সমুদায় ;
এইটি কি আর সৈবেনাক—দু'ঘা, বেশী জুতার ঘায় ?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা ; দিবি দু'ঘা, দেনা বাবা !
দু'ঘা বেশী দু'ঘা কমে, এমনি কি আসে যায় !
তবে কিনা জুতোর গুঁতো হ'য়ে গেছে অনেকবার,
একটা কিছু নূতন রকম কর্ল্লে হ'ত উপকার ;
ধর্‌না যেমন, বেটা ব'লে দিলি না হয় কানটা ম'লে ;—
জুতার খোঁটা খেয়ে ঘাঁটা প'ড়ে গেছে সকল গায়।
প'ড়ে আছি চরণতলায় নাকটি গুঁজে অনেক কাল ;
সৈবে সবই, নইত মানুষ, মোরা সবাই ভেড়ার পাল ;
যে যা করিস্ দেখিস্ চাচা, মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা,
শাঁসটা খেয়ে আঁশটা ফেলে দিস্‌রে দু'টো দু'বেলায়।
তোরাই রাজা তোরাই মুনিব, মোরা চাকর মোরা পর,
মনে করিস্ চাচা এটা তোদের বাড়ী তোদের ঘর ;
মোরা বেটা মোরা পাজি, যা বলিস্ তাই আছি রাজি ;—
রাজার নন্দিনী প্যারি, যা বলিস্ তাই শোভা পায়।

খুসরোজ

আজি, এই শুভদিনে শুভক্ষণে উড়ায়ে দিই জয়-ধ্বজায়,
—উপাধি পেয়েছি যা, রাখ্‌তে তা ত হবে বজায়।

—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো মানের দায়ে ;
এখন ত উচিত কার্য্য এদিক ওদিক বুঝে চলাই ;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

আজি, এই শুভ-রাতি, জ্বাল্‌বো বাতি ঘরে ঘরে ভক্তিভাবে ;
নৈলে যে চাকরি যাবে, নৈলে যে চাকরি যাবে।
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো পেটের দায়ে ;
নিয়ে আয় চেরাগ বাতি, নিয়ে আয় দিয়েশলাই ;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

"জয় জয়, মোগল ব্যাঘ্র মোগল ব্যাঘ্র," বলে জোরে ডঙ্কা বাজাই,
পাহারা ফিচ্ছে দ্বারে, সেটা যেন ভুলে না যাই ;
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো প্রাণের দায়ে ;
কি জানি পিছন থেকে কখন ফাঁসি পড়ে গলায় ;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

আমরা সব "রাজভক্ত রাজভক্ত" ব'লে চেঁচাই উচ্চ রবে ;
কারণ সেটার যতই অভাব, ততই সেটা ব'ল্‌তে হবে ;
—আমাদের ভক্তি যা এ—মানের, প্রাণের, পেটের দায়ে ;
দেখে সে রক্ত আঁখি, ভক্তি যা তা ছুটে পলায়,
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

ভোলানাথ শুয়ে আছেন,—ঈশ্বর তাঁরে সুখে রাখুন ;
কালী জিব মেলিয়ে আছেন, তা তিনি মেলিয়ে থাকুন ;
শ্রীকৃষ্ণ হ'য়ে বাঁকা, থাকুন তিনি পটেই আঁকা ;

আমরা সব নিয়েছি শরণ মোগলদেবের চরণতলায়,
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

কালোরূপ

কালোরূপে মজেছে এ মন।
ওগো, সে যে মিশ্ মিশে কালো,
সে যে ঘোরতর কালো,—অতি নিরুপম।
কোকিল কালো, ভোমরা কালো,
আমরা কালো, তোম্‌রা কালো,
মুচি মিস্ত্রি ডোম্‌রা কালো ;—
কিন্তু জানো না, কি কালো সেই কালো রঙ্‌,—
ওগো সেই কালো রঙ্‌।
কালী কালো, মিশি কালো অমাবস্যার নিশি কালো ;
গদাধরের পিসি কালো ;
কিন্তু তার চেয়েও কালো সে কালো বরণ !
ওগো, সে কালো বরণ !

দশ অবতার

হরি, মৎস্য অবতারে ছিলেন জলে বাসা করি',
আর, কূর্ম্ম অবতারে পাঁকে পশিলেন হরি।
এলেন, বরাহাবতারে, উঠে জঙ্গল ভিতরে,
আর, নৃসিংহাবতারে হ'লেন বিকাশ অর্দ্ধ নরে।

হ'লেন, বামনাবতারে নর—খাটো কিন্তু সত্য,
আর, পরশুরামেতে বীর্য্যে স্থাপেন রাজত্ব।
হ'লেন, রাম অবতারে হরি—প্রেমিক, ভক্ত, সৎ ;
আর, কৃষ্ণ অবতারে হরি রচেন গীতা "ভাগবৎ"।
আর, বুদ্ধ অবতারে নিলেন যোগধর্ম্ম শিখি',
আর, কল্কি অবতারে হরি রাখিলেন টিকী
তবে, টিকী রাখি' কর সবে জীবন সফল,
আর, একবার টিকী নেড়ে "হরি হরি" বল।

কৃষ্ণ-রাধিকা-সংবাদ

কৃষ্ণ বলে "আমার রাধে বদন তুলে চাও"
আর—রাধা বলে "কেন মিছে আমারে জ্বালাও—
মরি নিজের জ্বালায়"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে দুটো প্রাণের কথা কই"
আর—রাধা বলে "এখন তাতে মোটেই রাজি নই—
সরো—ধোঁয়ায় মরি"।
কৃষ্ণ বলে "সবাই বলে আমার মোহন বেণু"
আর—রাধা বলে "ওহো—শুনে আমি ম'রে গেনু—
আমায় ধর ধর"
কৃষ্ণ বলে "পীতধড়া বলে আমায় সবে"
আর—রাধা বলে "বটে! হ'ল মোক্ষলাভটি তবে—
থাক্ আর খাওয়া দাওয়া"।
কৃষ্ণ বলে "আমার রূপে ত্রিভুবনটি আলো"

আর—রাধা বলে "তবু যদি না হ'তে মিশ্ কালো—
রূপ ত ছাপিয়ে পড়ে"।
কৃষ্ণ বলে "আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা"
আর—রাধা বলে "ঘুম হ'চ্ছে না! এ ত ভারি জ্বালা—
তাতে আমারই কি"!
কৃষ্ণ বলে " শুনি 'হরি' লোকে আমায় কয়"
আর—রাধা বলে "লোকের কথা কোরোনা প্রত্যয়—
লোকে কি না বলে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার কি রূপেরই ছটা"
আর—রাধা বলে "হাঁ হাঁ কৃষ্ণ, হাঁ হাঁ তা তা বটে—
সেটা সবাই বলে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার কিবা চারু কেশ"
আর—রাধা বলে "কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ—
সেটা বল্‌তেই হবে"।
কৃষ্ণ বলে "রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা—"
আর—রাধা বলে "কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা—
যেন সুধা ঝরে"।
কৃষ্ণ বলে "এমন বর্ণ দেখিনি ত কভু"
আর—রাধা বলে "হাঁ আজ সাবান মাখিনিত তবু—
নইলে আরও শাদা"।
কৃষ্ণ বলে "তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে"
আর—রাধা বলে "এসব কথা বল্লেই হ'ত আগে—
গোল ত মিটেই যেত"।

২। সামাজিক

REFORMED HINDOOS.

যদি জান্তে চাও আমরা কে,
আমরা Reformed Hindoos.
আমাদের চেনে নাকো যে,
Surely he is as awful goose ,
কেন না আমরা Reformed Hindoos.
It must be understood
যে একটু heterodox আমাদের food;
কারণ, চলে মাঝে মাঝে 'এ'টা ও'টা সেটা, যখন
we choose.
—কিন্তু, সমাজে তা স্বীকার করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.
আমাদের dress হবে English কি Greek
তা এখনো কর্ত্তে পারিনি ঠিক ;
আর ছেড়েছি টিকি, নইলে সাহেবেরা বলে সব
superstitious ও obtuse
—কিন্তু টিকিতে electricity নেই if you think,
তা'লে you are an awful goose.
আমাদের ভাষা একটু quaint as you see.
এ নয় English কি Bengali,

করি English ও Bengaliর খিচুড়ি বানিয়ে
conversationএ use ;
—কিন্তু একটিও ঠিক কইতে পারি if you think,
তা'লে you are an awful goose.
মোটা তাকিয়ায় দিয়ে ঠেস
আমরা স্বাধীন করি দেশ—
আর friendsদের ভিতরে ইংরেজগুলোকে
করি খুব hate ও abuse ;
কিন্তু সাম্‌নে সেলাম না করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer,
কোন ধর্ম্মের ধারি না ধার ,
করি hoot alike the Hindoos, the Buddhists,
the Mahomedans, Christians & Jews ;—
কিন্তু ফলার ভোজে হিঁদু নই if you think,
তা'লে you are an awful goose.

About female education,
ও female emancipation,
আর infant marriage, আর widow remarriage,
আমাদের খুব enlightened views ;
কিন্তু views মত কাজ করি if you think,
তা'লে you are an awful goose.

You are not far wrong if you think,
যে আমরা করি একটু বেশী drink,
কিন্তু considering our evolutionএর state,
আমাদের morals নয় খুব loose ;
আর about morals, we care a hang if you think,
তা'লে you are an awful goose.
From the above দেখ্‌তে পাচ্চ বেশ,
যে আমরা neither fish nor flesh ;
আমরা curious commodities, human
oddities, denominated Baboos ;
আমরা বক্তৃতায় যুঝি ও কবিতায় কাঁদি, কিন্তু কাজের
সময় সব ঢুঁঢুঁs ;
আমরা beautiful muddle, a queer amalgam
of শশধর, Huxley, and goose.

বিলেত ফের্ত্তা

আমরা বিলেত ফের্ত্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।
আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি,'
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি

আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা"—আর
মুটেদের ডাকি "কুলি"।
"রাম" "কালীপদ" "হরিচরণ"
নাম এ সব সেকেলে ধরণ ;
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" ও "মিটার"
করিয়াছি নামকরণ ;
আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিষ্টার নামে রটি
যদি "সাহেব" না ব'লে "বাবু" কেহ বলে,
মনে মনে ভারি চটি।
আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট কোট প'রে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর ;
আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক ক'রে সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।
আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ, পরাই।

আমাদের সাহেবিয়ানার বাধা
এই যে, রংটা হয়না সাদা,
তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই—'ভিনোলিয়া'
মাখি রোজ গাদা গাদা !
আমরা বিলেত ফের্ত্তা ক'টায়,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই ;
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ
সাহেবগুলোই চটাই।
আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি,
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি ;
কিন্তু বিপদেতে দেই ঐ বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।

চম্পাটির দল

চম্পাটি চম্পাটি চম্পাটি,
চম্পটির দল আমরা সবে।
একটু মেশাল রকম ভাবে আমরা ক'জন এইছি ভবে।
যদি কিছু দেশী রং, রেখেছি সাহেবি ঢং ;
একটু তবু নেটিভ গন্ধ, কি কর্ব্ব তা র'বেই রবে।
ইংরাজীতে কহি কথা, সেটা 'পাপার' উপদেশ ;
হ্যাট্টা কোট্টা পরি কেন—কারণ সেটা সভ্য বেশ ;
চক্ষে কেন চসমা সাজ ?—কারণ সেটা ফ্যাসান আজ ;—
চশমাশূন্য ছাত্রমহল, কোথায় কে দেখেছে কবে।

বঙ্গভাষা কইতে শিখ্ছি, বছর দুত্তিন লাগবে আরো ;
তবে এখন কইছি যে, সে তোমরা যাতে বুঝ্তে পারো ;
টেবিলেতে খাচ্ছি খানা কারণ সে সাহেবিয়ানা ;
খাইবা যদি শাক চচ্চড়ি টেবিলেতে খেতেই হবে।
ইউরেশীয়ান ছেলে মেয়ে তৈরি মোরা হচ্ছি ক্রমে,
এদিকেও সংখ্যায় বাড়্ছি বিনা কোন পরিশ্রমে ,
জানিনা কি হবে শেষে, কোথায় বা চলেছি ভেসে ;
মাঝি-শূন্য নৌকার উপর ভেসে যাচ্ছি ভবার্ণবে ?

নতুন কিছু করো

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
নাক গুলো সব কাটো, কাণ গুলো সব ছাঁটো ;
পা গুলো সব উঁচু ক'রে মাথা দিয়ে হাঁটো ;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো ;
কিংবা চিৎপাত হ'য়ে—পা গুলো সব ছোড়ো ;
ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন বাইসিকেলে চড়ো,
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
ডাল ভাতের দফা কর সবাই রফা,
কর শীগ্‌গীর ধুতিচাদরনিবারিণী সভা ;
প্যান্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে ;
ধুতি চাদর হ'য়েছে যে নিতান্ত সেকেলে ;

কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোষ্ট চপ্ ধরো ;
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
কিংবা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো ;
হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে আমেরিকায় ছোটো ;
আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হ'য়ে না যাই দেখো,—
খুব খানিক চেঁচাও কিংবা খুব খানিক লেখো ;
বেন্, মিল্ ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো।
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
আর কিছু না পারো স্ত্রীদের ধ'রে মারো ;
কিংবা তাদের মাথায় তুলে নাচো—ভালো আরো !
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক ;
বি-এ, এম-এ, ঘোড়সোয়ার, যা একটা কিছু হোক্।
যা হয়—একটা করো কিছু রকম নতুনতরো ;
—নতুন কিছু করো; একটা নতুন কিছু করো।
হ'য়েছি অধীর যত বঙ্গবীর ;
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির ;
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব,
মর্ব্বে, না হয় মর্ব্বে,—একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো, কিংবা নতুন রকম মরো ;—
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

হোল কি

হোল কি! এ হোল কি!—এ ত ভারি আশ্চর্য্যি!
বিলেত-ফের্ত্তা টান্‌ছে হুক্কা, সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চার্য্যি।
হোটেলফের্ত্তা মুন্সেফ ডাক্‌ছেন "মধুসূদন কংসারি"!
চট্ট চটির দোকান খুলে দস্তুরমত সংসারী!
ছেলের দল সব চস্‌মা প'রে ব'সে আছে কাটখোট্টা;
সাহেবেরা সব গেরুয়া পর্‌ছে, বাঙালী 'নেক্‌টাইহ্যাট্‌কোট্টা';
পক্ষীর মাংস, লক্ষ্মীর মত, ছেলেবেলায় খান্‌নি কে?
ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বস্‌ছেন আহ্নিকে।
পদ্য গদ্য লিখ্‌ছে সবাই, কিন্‌ছে না ক কিন্তু কে'ই;
কাট্‌ছে বটে—পোকায় কিন্তু, আলমারি কি সিন্দুকেই।
জহরচন্দ্র, গোকুলমাইতি বাড়্‌ছে লম্বা চওড়াতে;
বিদ্যারত্ন দরকার শুদ্ধ বিয়ের মন্ত্র আওড়াতে।
পুরুষরা সব শুন্‌ছে ব'সে, মেয়েরা আসর জম্‌কাচ্ছে;
গাচ্ছে এমনি তালকানা, যে শুনে তা' পীলে চম্‌কাচ্ছে।
রাজা হচ্ছে শিষ্টশান্ত, প্রজা হচ্ছে জবর্দ্দার;
মুনিব কর্চ্ছে 'আজ্ঞা হুজুর,' চাকর কচ্ছেন 'খবর্দ্দার'।
রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে নাচ্‌ছেন গিয়ে আনন্দে;
ব্যাখ্যা কচ্ছেন হিন্দুধর্ম্ম হরি ঘোষ আর প্রাণধন্ দে;
শাস্ত্রিবর্গ কোনই শাস্ত্রের ধারেন না এক বর্ণ ধার,
স্ত্রীরা হচ্ছেন ভবার্ণবে বেশী মাত্রায় কর্ণধার।

নবকুলকামিনী

ক'টি নব-কুল-কামিনী।
অন্ধকার হইতে আলোকে চলেছি মন্দগামিনী।
জানি জুতা, মোজা, কামিজ পরিতে ;
চেয়ারে ঠেসিয়া গল্প করিতে ;—
'পারত পক্ষে' উপর হইতে নীচের তলায় নামিনে।
গৃহের কার্য্য করুক সকলে—খুড়ি, জেঠী, পিসী, মাসীতে ;
আমরা সবাই, নব্য প্রথায়, শিখেছি হাসিতে কাশিতে ;
করিতে নাটক নভেল শ্রাদ্ধ ;
করিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ;
বসিতে, উঠিতে, চলিতে, ফিরিতে, ঘুরিতে দিবস যামিনী।
ব্যবসা করিয়া, চাকরি করিয়া, অর্থ আনুক পতিরা ;
রাজি আছি, তাহা খরচ করিয়া, বাধিত করিতে সতীরা ;
বিলাতি চলন, বিলাতি ধরণ,
আমরা করিতেছি অনুকরণ ;
যেমন সভ্য স্বামীরা, তাহার চাই ত যোগ্য ভামিনী।

পাঁচটী এয়ার

আমরা পাঁচটি এয়ার—
আমরা পাঁচটি এয়ার দাদা, আমরা পাঁচটি এয়ার।
আমরা পাঁচটি সখের মাঝি ভবসিন্ধুখেয়ার,—
কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস—আমরা পাঁচটি এয়ার।

দেখ ব্রাণ্ডি মোদের রাজা, আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী ;
আমরা করিনে কাহারে ডর, আমরা করিনে কাহারও হানি ;
আমরা রাখিনে কাহারও তক্কা, আমরা করিনে কাউরে কেয়ার ;
এ ভবমাঝে সবই ফক্কা—জেনেছি আমরা পাঁচটি এয়ার।
কেন নদীর জলে কাদা, আর সাগর জলে নুন ?—
পাছে, মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মানুষগুলো খুন।
কেন তুমি হ'লে নাক কবি, হ'ল সেক্সপিয়ার ?
আর সে সব কথা কাজ কি ব'লে ;—আমরা পাঁচটি এয়ার।
কেন দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে—বল দেখি দাদা !—
কারণ দেবতা খেতো লাল পানি, আর দৈত্য খেত সাদা।
এ ভবারণ্যের ফেরে এমন সুহৃদ আছে কে আর ?
এ জীবনের যা সার বুঝেছি—আমরা পাঁচটি এয়ার।
মোদের দিওনাকো কেউ গালি, মোদের ক'রোনাকো কেউ মানা ;
আমরা খাবোনাক কারো চুরি ক'রে দুগ্ধ, ননী, ছানা ;
শুধু, লুঠিব একটু মজা, শুধু করিব একটু পেয়ার ;
শুধু, নাচিব একটু, গাইব একটু—আমরা পাঁচটি এয়ার।

কিছু না

নাঃ—এ জীবনটা কিছু নাঃ !
শুধু একটা "ইঃ", আর একটা "উঃ" আর একটা "আঃ" !
এ ছাড়া জীবনটা কিছুই নাঃ !

হাসির গান

সবই বাড়াবাড়ি, আর তাড়াতাড়ি,
আর কাড়াকাড়ি, আর ছাড়াছাড়ি ;
এসব ক'রোনাক, খাসা ব'সে থাক,
ভায়া, ছড়িয়ে দিয়ে পা ;
—আর বল জীবনটা কিছু নাঃ।

কেন চটাচটি, আর রোষারোষি,
আর গালাগালি, আর দোষাদোষী ?
কর হাসাহাসি, ভালবাসাবাসি,
আর ব'সে গোঁফে দাও তাঃ—
ছেড়ে দলাদলি কর গলাগলি,
ছেড়ে রেষারেষি কর মেশামেশি,
ছেড়ে ঢাকাঢাকি কর মাখামাখি,
আর সবাইকে বল 'বাঃ' !
—নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

এত বকাবকি, চোকরাঙ্গারাঙ্গি,
আর হুড়োহুড়ি, ঘাড়ভাঙ্গাভাঙ্গি,
প্রাণ কাজেই তাই করে 'আই ঢাই',
আর সদাই 'বাপরে মাঃ' ;
ছেড়ে কিচিমিচি, আর 'ছি ছি ছি ছি'
আর মুহুমুহু 'হায় উহু উহু',
প্রাণের সার যাহা—কর 'আহা আহা'
আর হোঃ হোঃ হোঃ, হিঃ হিঃ হিঃ, হাঃ ;
—তা নইলে জীবনটা কিছু নাঃ।

যায় যায় যায়

ঐ যায় যায় যায়,—
প'ড়ে এ কলির ফেরে, সবাই যে রে—ভেঙ্গে চুরে
ভেসে যায়।
ঐ যায়—ব্রহ্মা যায়, বিষ্ণু যায়, ভোলানাথও চিৎ ;
ঐ যায়—দৈত্য রক্ষ, দেব যক্ষ, হ'য়ে যায় রে 'মিথ্'
ঐ যায়—রাম, রাবণ, পতিতপাবন কৃষ্ণ,
শ্রীগৌরাঙ্গ ভেসে ;—
আছেন এক ঈশ্বর মাত্র ; দিবারাত্র টানাটানি, তাঁরেও শেষে
ঐ যায়—৮৪ নরক, সপ্ত স্বরগ—তার সঙ্গে মিশি' ;
ঐ যায়—ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন, ব্যাস, নারদ ঋষি ;—
ঐ যায়— গোপীর মেলা, ব্রজের খেলা, সঙ্গে শ্যামের
বাঁশরীটি ;—
রৈল শুধু—আপিস, থানা, হোটেলখানা, রেল ও
মিউনিসিপ্যালিটি।
ঐ যায়—পুরাণ, তন্ত্র, বেদ মন্ত্র, শাস্ত্রফাস্ত্র পুড়ে ;
ঐ যায়—গীতামর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম উড়ে' ;
রৈল শুধু—গেটে, শিলার, ডারুইন, মিল, আর—
ছেলের খরচ মেয়ের 'বিয়া'
রৈল শুধু—ভার্য্যার দ্বন্দ্ব, ড্রেণের গন্ধ, জোলো দুধ আর ম্যালেরিয়া।

বলি ত হাস্‌ব না

বলি ত হাস্‌ব না, হাসি রাখ্‌তে চাই ত চেপে' ;
কিন্তু এ ব্যাপার দেখে, থেকে থেকে, যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে।
সাহেব-তাড়াহত, থতমত, অঞ্চলস্থ স্ত্রীর,
ভূত-ভয়-গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর,
যবে সব কলম ধোরে, গলার জোরে, দেশোদ্ধারে ধায় ;
তখন আমার হাসির চোটে, বাঁচাই মোটে, হ'য়ে ওঠে দায়।
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক, শাস্ত্রিবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে ;
একটু 'গ্যানো' প'ড়ে কেহ চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে ;
কোর্ত্তে 'এক ঘ'রের' মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া ;
তখন আমি হাসি জোরে, গুম্ফ ভ'রে ছেড়ে প্রাণের মায়া।
যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে ;
যবে কেউ মতিভ্রান্ত, ভেড়াকান্ত ধর্ম্ম ভাঙ্গে' গড়ে' ;
যখন কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মহাষণ্ড পরেন হরির মালা—
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে রাখ্‌তে পারে কোন্—

তা' সে হবে কেন !

তোমরা দেশোদ্ধারটা কর্ত্তে চাও কি ক'রে মুখে বড়াই ?
তা' সে হবে কেন !
তোমরা বাক্য-বাণে শুধু ফতে কর্ত্তে চাও কি লড়াই ?
তা' সে হবে কেন !

তোমরা ইংরাজ-গৌরবে ক্ষুব্ধ ব'লে চাও কি যে, সে
তোমাদের ও করপদ্মে দেশটা সঁপে, শেষে
তল্পিতল্পা বেঁধে, নিজের চলে যাবে দেশে ?
—তা' সে হবে কেন !
তোমরা হিন্দু-ধর্ম্ম "প্রচার" করেই, হ'তে চাও যে ধন্য,
—তা' সে হবে কেন !
তোমরা মূর্খ হ'য়ে হ'তে চাও যে বিশ্বে অগ্রগণ্য !
তোমরা বোঝাতে চাও হিন্দুর ধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম মর্ম্ম—
'ভীরুতাটা আধ্যাত্মিক, আর কুড়েমিটা ধর্ম্ম !'
অমনি তাই সব বুঝে যাবে যত শ্বেতচর্ম্ম ?
—তা' সে হবে কেন !
তোমরা সাবেক ভাবে সমাজটাকে রাখ্‌তে যাও যে খাড়া ;
—তা' সে হবে কেন !
তোমরা স্রোতটাকে ফিরাতে চাও যে দিয়ে মুখের তাড়া ;
—তা' সে হবে কেন !
তোমরা বিপ্র হ'য়ে ভৃত্য কার্য্য ক'রে বাড়ী ফিরে,
শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে—
দলাদলি করে শুধু রাখ্‌বে সমাজটারে ?
—তা' সে হবে কেন।
তোমরা চিরকাল্‌টা নারীগণে রাখ্‌বে পাঁচিল ঘিরে' ?
— তা' সে হবে কেন !
তোমরা গহনা ঘুষ্‌ দিয়ে বশে রাখ্‌বে রমণীরে ?
—তা' সে হবে কেন !

তোমরা চাও যে তা'রা বন্ধ থাকুক, এখন যেমন আছে,
রান্নাঘরের ধোঁয়ায় এবং আঁস্তাকুড়ের কাছে ;
এবং তোমরা নিজে যাবে থিয়েটারে, নাচে ?
—তা' সে হবে কেন !

এমন ধর্ম্ম নাই

ঐ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, হো ! কার্ত্তিক, গণপতি—
আর দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী,—
আর শচী, ঊষা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, যম ;—
ঐ সবই আছে ;—হিন্দুধর্ম্ম তবে কিসে কম ?
(কোরাস্)—ছেড়োনাক এমন ধর্ম্ম, ছেড়োনাক ভাই ,
এমন ধর্ম্ম নাই আর দাদা, এমন ধর্ম্ম নাই !
[বাদ্য] তড়ালাক্ তড়ালাক্ তড়ালাক্ ডুম ।
ঐ কৃষ্ণরাধা, কৃষ্ণের দাদা বলরাম বীর,
আর শ্রীরাম, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর ;
হ'ন নিত্য নিত্য উদয়, নব নব অবতার ;
ব্যস—বেছে নেও—মনোমত যিনি হ'ন যাঁর !
(কোরাস্)—ছেড়োনাক [ইত্যাদি]
আছে বানর, কুমীর, কাঠবিড়ালী, ময়ূর, পেঁচা, গাই—
আর তুলসী, অশ্বত্থ, বেল, বট, পাথর—কি এ ধর্ম্মে নাই !
ঐ বসন্ত, কলেরা, হাম—ইত্যাদি ' বেবাক্' ;
সবই রোগের ব্যবস্থা আছে—কিন্তু যায় নি ফাঁক ।
(কোরাস্)—ছেড়োনাক [ইত্যাদি]

যদি চোরই হও, কি ডাকাত হও,—তা গঙ্গায় দেও গে ডুব ;
আর গয়া, কাশী, পুরী যাও সে পুণ্যি হবে খুব ;
আর মদ্য, মাংস খাও—বা যদি হ'য়ে পড় শৈব ;
আর না খাও যদি বৈষ্ণব হও ;— এর গুণ কত কৈব ।
(কোরাস্)—ছেড়োনাক [ইত্যাদি]

গীতার আবিষ্কার

বড়ই নিন্দা মোদের সবাই কর্চ্ছে দিবারাতি ,
ব'ল্ছে আমরা ভণ্ড, ভীরু, মিথ্যাবাদী-জাতি ;
হতাশভাবে তক্তার উপর পড়্লাম গিয়ে শুয়ে,
দুইটি ধারে সরল রেখায় ছড়িয়ে হস্ত দু'য়ে ;
ভাব্ছি এটার মুখের মত জবাব দেবো কি তা'—
ঠেক্‌লো হাত এক বইয়ের উপর, তুলে' দেখি গীতা !
—ওমা ! তুলে' দেখি গীতা ।
লাফিয়ে উঠ্লাম তক্তার উপর 'মাটামভাবে' সোজা ;
ছট্‌কে পড়্লো মাথা থেকে অপমানের বোঝা ।
এবার যদি নিন্দা কর, কর্ব্ব তাকি জানি—
অমনি চাঁদের চ'খের সাম্‌নে ধর্ব্ব গীতাখানি ;
এখন বটে অপমানটা কর্চ্ছ মোদের বড় ;
তবু একবার চন্দ্রবদন, গীতাখানি পড়—
একবার গীতাখানি পড় ।
সকাল বেলায় আপিস্ গিয়ে গাধার মত খাটি,
নিত্য নিত্য প্রভুর রাঙা পা দু'খানি চাটি ;

বাড়ি ফিরে—বন্ধুবর্গ জড় হ'লে খালি,
যাঁদের অন্নে ভরণপোষণ, তাঁদের পাড়ি গালি ;
একা হলে (হায় রে, গলায় জোটেও না দড়ি !)
বুঝি বা সে না'ই বুঝি—গীতাখানি পড়ি—
আমার গীতাখানি পড়ি।

দেখি যদি গৌরমূর্ত্তির রক্তবর্ণ আঁখি,
অমনি প্রাণের ভয়ে 'ওগো বাবা' ব'লে ডাকি !
পলাই ছুটে উর্দ্ধশ্বাসে, যেন বাঘে খেলে !
চাদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে' ;
পিতৃপুণ্যে পৌছে বাড়ী, ঘরে দিয়া চাবি,
মালা জপি এবং আমার গীতার কথা ভাবি।
—আমার গীতার কথা ভাবি।

গীতার জোরে স'চ্ছে ঘুঁষি স'চ্ছে কানুটিটে ;
গীতার জোরে পেটে না খাই, স'য়ে যাচ্ছে পিঠে ;
করি যদি ধাপ্পাবাজি, মিথ্যে মোকর্দ্দমা,
স'বে যাবে,—গীতার পুণ্য আছে অনেক জমা ;
মাঝে মাঝে তুলনায় মনে হয় এ হেন,
মুর্গীর কোর্ম্মার চেয়ে আমার গীতাই মিষ্টি যেন—
আমার গীতাই মিষ্টি যেন—

(কোরাস্)—গীতার মত নাইক শাস্ত্র, গীতার পুণ্যে বাঁচি—
বেঁচে থাকুক গীতা আমার—গীতায় ম'রে আছি,
—বাবা ! গীতায় ম'রে আছি।

বদ্‌লে গেল মতটা

প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্ম্মে অনাসক্ত,
খ্রীষ্টীয় এক নারীর প্রতি হ'লাম অনুরক্ত ;
বিশ্বাস হ'ল খ্রীষ্টধর্ম্মে—ভজ্‌তে যাচ্ছি খ্রীষ্টে,—
এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে !
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,—
(কোরাস্)—অমন অবস্থাতে পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায় ।

চেয়ে দেখ্‌লাম—নব্যব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে স্পষ্ট
চক্ষু বোঁজা ভিন্ন নাইক অন্য কোনই কষ্ট ;—
কাচিৎ ভগ্নীসহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্ম্মে,—
এমন সময় বিয়ে হ'য়ে গেল হিন্দু formএ !
—ছেড়ে দিলাম পথটা বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্)—অমন অবস্থাতে পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায় ।

নাস্তিকের এক দলের মধ্যে মিশ্‌লাম গিয়ে রঙ্গে ;
Hume ও Mill ও Herbert Spencer পড়্‌তে লাগ্‌লাম সঙ্গে ;
ভেসে যাবো যাবো হচ্ছি Fowl ও Beefএর বন্যায়,
এমন সময় দিলেন ঈশ্বর গুটিকতক কন্যায় !
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্)—অমন অবস্থাতে পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায় ।

ছেড়ে দিলাম Herbert Spencer, Bain ও Millএর চর্চ্চায়,
ছেড়ে দিলাম Beef ও Fowl—অন্ততঃ নিজের খর্চ্চায় ;

বুঝ্‌ছি বসু ঘোষের কাছে হিন্দুধর্ম্মের অর্থে,—
এমন সময় পড়ে' গেলাম Theosophyর গর্ত্তে!
—ছেড়ে দিলাম পথটা বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্)—অমন অবস্থাতে পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায়।
সে ধর্ম্মটার ঈশ্বর হচ্ছেন ভূত কি পরব্রহ্ম,
এইটে কর্ব্ব কর্ব্ব রকম কচ্চি বোধগম্য ;
মিশিয়েও এনেছি প্রায় 'এনি' ও বেদাঙ্গ,
এমন সময় হ'য়ে গেল ভবলীলা সাঙ্গ !
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদ্‌লে গেল মতটা,
(কোরাস্)—অমন অবস্থাতে পড়্‌লে সবারই মত বদ্‌লায়।

নন্দলাল

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা' ক'রেই হোক্, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল 'আ-হা-হা কর কি, কর কি, নন্দলাল ?'
নন্দ বলিল 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে, কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?'
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বেশ !
নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা !
সকলে বলিল 'যাওনা নন্দ, করনা ভা'য়ের সেবা' !
নন্দ বলিল 'ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?

বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক',
তখন সকলে বলিল—হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে, তা বটে, ঠিক !

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ;
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির ;
পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন ;
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ !—
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল ;
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা নন্দলাল !

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি ;
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি ;
নন্দ বলিল, 'আ-হা-হা। কর কি, কর কি, ছাড়না ছাই,
কি হবে দেশের, গলাটিপুনিতে আমি যদি মারা যাই ?
বল ক' বিঘৎ নাকে খৎ, যা বল করিব তাহা' ;
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বাহা !

নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির, কোথা কি ঘটে কি জানি ;
চড়িত না গাড়ী, কি জানি কখন উল্‌টায় গাড়ী খানি ;
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে 'কলিশন' হয় ;
হাঁটিতে সর্প কুক্কুর আর গাড়ী-চাপা-পড়া ভয় ;
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল—ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাল !

হিন্দু

এবার হ'য়েছি হিন্দু, করুণাসিন্ধু
গোবিন্দজীকে ভজি হে।
এখন করি দিবারাতি দুপুরে ডাকাতি
(শ্যাম) প্রেম-সুধারসে মজি হে।
আর মুরগী খাইনা, কেননা পাই না!
(তবে) হয় যদি বিনা খরচেই,—
আহা! জানত আমার স্বভাব উদার,
(তাতে) গোপনে নাইক অরুচি।
এখন ঘোষের নিকট, বোসের নিকট
(হিন্দু) ধর্ম্মশাস্ত্র শিখি গো।
আমি জীবনের সার করেছি আমার
(আহা) ফোঁটা, মালা আর টিকি গো।
আহা! কি মধুর টিকি, আর্য্য ঋষি কি
(এই) বানিয়েছিলেনই কল গো।
সে যে আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে,
(অথচ)—চতুর্ব্বর্গ ফল গো।
আহা এমন কম্র, এমন নম্র,
(আছে)—গোপনে পিছনে ঝুলিয়ে।
অথচ সে সব একদম করিছে হজম,
(এমনি) বিষম হজ্‌মি গুলি এ!

ল'য়ে ভিক্ষার ঝুলি, নির্ভয়ে তুলি
(ওগো) ধর্ম্মের নামে চাঁদা গো।
দেয় হরিনাম শুনে টাকা হাতে গুণে,
(আছে) এখনও বহুত গাধা গো!
তবে মিছে কেন গোল, বল হরিবোল,
(আর) রবেনাক ভব ভাবনা।
দেখি হরির কৃপায় দশজনে খায়,
(তবে) আমরাই কেন খাব না!

কবি

আমি একটা উচ্চ কবি, এমনই ধারা উচ্চ,—
শেলি, ভিক্টর-হিউগো, মাইকেল আমার কাছে তুচ্ছ!
আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে চস্‌কে
পড়েছি এ বঙ্গভূমে বিধাতার হাত ফসকে!
(কোরাস্)—মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ 'কুইলের' কমল হস্তে,
কে তুমি হে মহাপ্রভু?—নমস্তে নমস্তে!
আমি লিখ্‌ছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্তে,
নিজেই বুঝিনা তার অর্থ, বুঝবে কি তা' অন্তে!
আমি যা লিখেছি এবং আজকাল যা সব লিখ্‌ছি;
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক শিখ্‌ছি।
(কোরাস্)—মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি।

আমার কাব্যের উপর আছে আমার অসীম ভক্তি ;
আমি ত লিখ্‌ছিনা সে সব, লিখ্‌ছেন বিশ্ব-শক্তি ;
তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি কাব্য বস্তা বস্তা,—
পা'বে গুরুদাসের নিকট ওজনদরে সস্তা।
(কোরাস্)—মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।
আমি নিশ্চয় এইছি বিশ্বে বোঝাতে এক তত্ত্ব—
(যদিও তায় নেইক বড় বেশী নূতনত্ব)
যে, ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড অখণ্ড পদার্থ,
—আমি না বোঝালে তাহা কয়জন বুঝ্‌তে পার্ত্ত ?
(কোরাস্)—মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।
এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম, অদ্ভ বড়ই গ্রীষ্ম,
তোমাদিগের মঙ্গল হউক, ভো ভো ভক্ত শিষ্য !
এখন কর গৃহে গমন নিয়ে আমার কাব্য
আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাব্‌ব।
(কোরাস্)—মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

চণ্ডীচরণ

চণ্ডীচরণ ছিলেন একটি ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থকার,
এম্নি তিনি হিন্দুধর্ম্মের কর্ত্তেন মর্ম্ম ব্যক্ত ;—
দিনের মত জিনিষ হ'ত রাতের মত অন্ধকার,
জলের মত বিষয় হ'তে ইঁটের মত শক্ত।

(কোরাস্)—সবাই বল্লে হাঃ হাঃ হাঃ লিখ্‌ছে বেশ ! হাঃ হাঃ হাঃ !
যা হ'ক্ তোরা নিজের নিজের ঘটিবাটি সাম্‌লা !
বাহির কর্ত্তেন বোসে বোসে আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতার ;
চুল্‌টি চিরে দুভাগেতে কর্ত্তেন তিনি কর্ত্তন।
বুঝ্‌ত নাক কেউ তা কিছু, এইটেই যে দুঃখ তার—
অন্ততঃ হোত না কারও মতের পরিবর্ত্তন।
(কোরাস্)—সবাই বল্লে (ইত্যাদি)
তবু সে ব্যাখ্যায় এ দেশে প'ড়ে গেল ঢিঢ্‌টিকার ;
লিখ্‌তেন তিনি অবারিত অতি চাঁছা গদ্যে ;
বোঝাতেন যে হার্বাট স্পেন্সার, ওয়েবেষ্টার কি বিড্‌ডিকার,—
আছে সবই গীতার একটি অধ্যায়েরই মধ্যে।
(কোরাস্)—সবাই বল্লে (ইত্যাদি)
রইল না কারো সন্দেহ যে সংসারটা এ ঝক্‌মারি,
যদিও কেউ ছাড়্‌লনাক ব্যবসা কি নক্‌রি ;
সাত্ত্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝে ধর্ল্ল মাংস রকমারি—
'ফাউল বিফ্ ও মটন হ্যাম্ ইন্ অ্যাডিশন টু' বক্‌রি।
(কোরাস্)—সবাই বল্লে (ইত্যাদি)
নিজের বিষয় পরকে দিয়ে হ'ল না কেউ ভেক্‌ধারী,
নিজের স্ত্রীকে সাম্‌নে কারো করে না কেউ বিশ্বাস ;
দেখে শুনে চণ্ডীচরণ হ'য়ে শেষে দেক্‌দারী,
ফেল্লেন ভারি জোরে একটা ভারি দীর্ঘনিঃশ্বাস !
(কোরাস্)—সবাই বল্লে (ইত্যাদি)

স্ত্রীর উমেদার

যদি জানতে চাও আমি ঠিক কি রকম স্ত্রী চাই—
ফর্সা কি কালো কি মাঝারী রং,
লম্বা কি বেঁটে কি ক্ষীণা, পীনা,
দেখতে ঠিক পরী কি দেখতে ঠিক সং,
শোন—তা'তে আমার আসে যায়নাক অধিক,
চলতে জানে যদি বাঁচিয়ে ক'দিক,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিনসে, ও হতভাগা!"
তা'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোণায় সোহাগা!
কপাল এক রত্তি বা কপাল গড়ের মাঠ,
ভ্রূ পুষ্পধনুঃ কি ভ্রূ যষ্টিবৎ,
নীলাব্জনেত্রা কি সে মার্জ্জারাক্ষী—
তা' খুব যায় আসে না, আমার এ মত।
যদি স্বামীরে কটু সে কয়নাক বেজায়,—
কথায় কথায় পিতৃগৃহে না সে যায়,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিনসে, ও হতভাগা!"
তা'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোণায় সোহাগা!
বিম্বাধরা হোক্ কি কাক্রীবদোষ্ঠা,
সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক,
সুপংক্তিদন্তা কি গজেন্দ্রদংষ্ট্রা,
বংশীবৎ নাসা কি চাইনীজি নাক;

কেবল—যদি সে করে কম তর্ক ও ক্রন্দন,
তার ওপর হয় যদি সুচারু রন্ধন,—
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে, ও হতভাগা !
তা'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোণায় সোহাগা !
গজেন্দ্র-গামী কি ভেকপ্রলম্ফী,
গাহে সে মিঠে কি ডাকে কাক,
বিস্থায় বাণী কি বিদ্যায় রম্ভা ,
সর্ব্বাঙ্গ থাক কিংবা নাই সে থাক ;—
যদি রাখে না খোঁজ স্বামী খায় ভাঙ্ কি চরস্,
ভাণ্ডার, পুত্রাদি রক্ষায় সরস,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে, ও হতভাগা !"
তা'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোণায় সোহাগা !
বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙ্গে,
গয়না সে কদাচিৎ দুই এক খান চায়,
খরচপত্র একটু গুছিয়ে করে,
অল্পই ঘুমায় ও অল্পই খায় ;
যদি তার উপর হয় একটু চলনসই গড়ন,
আর যদি হয় একটু বোকাটে ধরণ,—
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ার-মুখো মিন্‌সে, ও হতভাগা !"
তা'লে হাঃ হাঃ—সে ত সোণায় সোহাগা !

যেমনটি চাই তেমন হয় না

দেখ, গাঁজাখুরী এই ব্রহ্মার সৃষ্টি, বিশৃঙ্খলা
বিশ্বময়—না ?
এই যখন চাই রৌদ্র ঠিক তখন হয় বৃষ্টি, আর
যখন চাই বৃষ্টি—তা হয় না।

আমি চাই অল্পমূল্যে হয় দামী পদার্থ,
চাই পাওনাদারগণ ভুলে স্বীয় স্বার্থ,
হেসে দিলেই হয় সব কৃতকৃতার্থ ;—
তা' যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই স্ত্রী হয় রূপে গুণে অগ্রগণ্যা,
অথচ সাত চড় মাল্লেও কথা কয় না ;
চাই বেশীর ভাগ পুত্র ও অল্পর ভাগ কন্যা ;
তা' যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই পুত্র-বিবাহে, আনে বয়স্থা-
কন্যাদায়গ্রস্ত টাকার বস্তা,
আর নিজের মেয়ের বিয়ে হ'য়ে যায় সস্তা ;—
তা' যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই চির যৌবন, আমার কেমন বাত্তিক !
তা' যৌবনটি বাঁধা ত রয় না ;
চাই ধনে হই কুবের, আর রূপে হই কার্ত্তিক ;
তা' যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই আমার বুদ্ধিটি হয় আরও সূক্ষ্ম,
চাই ভার্য্যার মেজাজ হয় একটু কম রুক্ষ,
আমি চাই কেবল সুখটি আর চাইনাক দুঃখ ;
তা' যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই আমার গুণকীর্ত্তন গায় বিশ্বশুদ্ধ ;—
যেন শিখানো টিয়া কি ময়না ;
চাই ভস্ম হয় শত্রুগণ যখন হই ক্রুদ্ধ,
তা' যেমনটি চাই তেমন হয় না।
আমি চাই রেলে সাহেবগণ হ'ন আরো শিষ্ট,
আপিসে মুনিবগণ কথা কন মিষ্ট,
আমি চাই অনেক জিনিষ—কিন্তু হা অদৃষ্ট !—
তা' যেমনটি চাই তেমন হয় না।

কি করি

দিন যে যায় না, কি করি।
ঘরের হাওয়া যেন বন্ধ হ'য়ে হাঁপিয়ে মরি !
তাস খেলার প্রবল তোড়ে, ছিলমের পর ছিলম পোড়ে,
পঞ্জার উপর পঞ্জা ওঠে, ছক্কার উপর ছক্কা ধরি ;
তবু দিন যে যায় না কি করি !
দাবা খেলি হ'য়ে কাৎ, বাজির উপর বাজিমাৎ,
পাশা খেলে মাজায় বাত, চিৎ হ'য়ে নভেল পড়ি ;—
তবু দিন যে যায় না কি করি !

পরনিন্দা নিয়ে আছি, দলাদলি পেলে নাচি
কাটে যদি দিবা, তাহে কাটেনাক' বিভাবরী ;—
আমার দিন যে যায় না কি করি !
গাঁজা গুলি চরস ভাঙ খেতে হয় সুতরাং,
কিংবা ব্রাণ্ডী হুইস্কি 'বিয়ার' কিংবা তাড়ী ধান্যেশ্বরী ;
নইলে দিন যে যায় না কি করি'!
কর্লেন অপদার্থ ব্রহ্মা দিনটাকে কি এত লম্বা—
আর জীবনটাকে এত ছোট যে, দুদিন যেতেই 'বল হরি' ;-
আমার দিন যে যায় না কি করি !

প্রাণান্ত

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত ;
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্‌ত।
ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, তার পরেতে যে সব কষ্ট,
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত।
স্নানাদির পর নিত্য নিত্য ক্ষুধায় জ্ব'লে যায় পিত্ত ;
খেতে বস্‌লে চর্ব্বণ কর্ত্তে কর্ত্তে পরিশ্রান্ত ;
যদিই বা খাই যথাসাধ্য, খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য ;-
পান্ত আন্‌তে লবণ ফুরায়, লবণ আন্তে পান্ত।
দিনে গা গড়াবামাত্র, বসে মাছি সর্ব্ব গাত্র,—
রাত্রে মশার ব্যবহারও অভদ্র নিতান্ত ;
তদুপরি ভার্য্যার অর্দ্ধরজনীতে গয়নার ফর্দ্দ,—
নাসিকা ডাকা পর্য্যন্ত নাহি হ'ন ক্ষান্ত !

কিনিলেই কোনও দ্রব্য, দাম চাহে যত অসভ্য ;
রাস্তা জুড়ে বোসে আছে পাওনাদার দুর্দ্দান্ত ।
বিয়ে কল্লেই পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা ;
পড়া'তে আর বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত ।

প্রেম বিষয়ক

প্রেমতত্ত্ব

তারেই বলে প্রেম—
যখন থাকে না futureএর চিন্তা, থাকেনাক shame ;—
তারেই বলে প্রেম ।
যখন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ ;
যখন past all surgery আর যখন past all hope,
তারে ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন ভারি tame ;—
তারেই বলে প্রেম ।
দুপুর রাত্তির কিংবা দিন,
ঝড় কি বৃষ্টি রদ্দুর—when it doesn't care a pin ;
হোক্ সে কাফ্রী কিংবা ম্যাম,
মুচি, মুদী, মুদ্দফরাস, when it doesn't care a 'damn' ;
Blind কি bald, কি deaf কি dumb, কি
hunch-back কিংবা lame !—
তারেই বলে প্রেম ।

রাস্তায় সর্প কিংবা ব্যাং,
পাহাড়, বন, বাঘ, কি ভাল্লুক,—
when it doesn't care a hang ;
কাজ্‌টি কি অন্যায় কিংবা ঠিক,
ঠাট্টা হোক্‌ কি নিন্দা হোক্‌, when it doesn't care a kick ;
মরি কিংবা বাঁচি, when it is very much the same ;—
তারেই বলে প্রেম।

প্রণয়ের ইতিহাস

প্রথম যখন বিয়ে হ'ল, ভাব্‌লাম বাহা বাহা রে !
কি রকম যে হ'য়ে গেলাম, বল্‌বো তাহা কাহারে !
—ভাব্‌লাম বাহা বাহা রে !
এম্‌নি হ'ল আমার স্বভাব, যেন বা খাঞ্জাখাঁ নবাব ;
নেইক আমার কোনই অভাব ; পোলাও কোর্ম্মা কোপ্তা কাবাব
রোচেনাকো আহারে ;—ভাবলাম বাহা বাহা রে !
ভাব্‌তাম গোলাপ ফুলের মতন ফুটে আছে প্রিয়ার মুখ,
দূরে থেকে দেখবো শুধু, শুঁক্‌বো শুধু গন্ধ টুকু ;
রাখ্‌বো জমা প্রেমের খাতায়, খরচ মোটে কর্‌বো না তায়,
রাখ্‌বো তারে মাথায় মাথায়, মুদ্‌বে নাক আঁখির পাতায় ;—
হারাই পাছে তাহারে।—ভাব্‌লাম বাহা বাহা রে !
শঙ্কা হ'ত প্রিয়া পাছে কখন ক'রে অভিমান,
উর্ব্বশীর ন্যায় পেখম তুলে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান ;

নকল নবিশ প্রেমের পেশায়, হ'য়ে রৈতুম বিভোর নেশায়,
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সায়, খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায় ;—
মরি মরি আহা রে !—ভাব্‌লাম বাহা বাহা রে !
দেখ্‌লাম পরে চাঁদের করে নেহাইৎ প্রিয়া তৈরি নন,
বচন-সুধায় যায় না ক্ষুধা, বরং শেষে জ্বালাতন,
যদি একটু দাবা খেলায়, আস্‌তে দেরি রাত্তির বেলায়,
অমনি তর্ক শুরু চেলায়, পালাই তাঁহার বকুনির ঠেলায়—
পগারে কি পাহাড়ে।—ভাব্‌লাম বাহা বাহা রে !
দেখ্‌লাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হ'লে আরো পরিচয়,
উর্ব্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়
বরং শেষে মাথার রতন নেপ্টে রইলেন আঠার মতন ;
বিফল চেষ্টা বিফল যতন, স্বর্গ হ'তে হ'ল পতন—রচেছিলাম যাহারে।
—ভাব্‌লাম বাহা বাহা রে।

নূতন চাই

পুরানো হোক্ ভালো হাজার,
হায় গো, এমনি কলির বাজার,
মাঝে মাঝে নূতন নূতন নৈলে কারো চলে না ;
নিত্যই পোলাও কোর্ম্মা আহার
বল ভাল লাগে কাহার ?
আমার ত তা' দুদিন পরে গলা দিয়ে গলে না।

দু'চার বর্ষ হ'লে অতীত
চাষায় জমি রাখে পতিত ;
নইলে সে উর্ব্বরা হ'লেও বেশী দিন আর ফলে না ;
নিত্যই যদি কার্য্য না পাই,
প্রাণটা করে হাঁফাই হাঁফাই ;
যদিও ঘুমিয়ে থাক্‌লেও কেউই কিছুই বলে না।
ক্রমাগত টপ্পা খেয়াল,
ডাকে যেন কুকুর শেয়াল ;
প্রত্যহ অপ্সরা দেখ্‌লে তাতেও আর মন টলে না ;
এক স্ত্রী নিয়ে হ'লে কারবার,
ঝালিয়ে নিতে হয় দু'চারবার—
বিরহ আহুতি ভিন্ন প্রেমের আগুন জলে না।

এস, এস বঁধু

এস, এস বঁধু এস ! আধ ফরাসে বোস,
কিনিয়া রেখেছি কল্‌সি দড়ি (তোমার জন্যে হে)
তুমি হাতী নয়, ঘোড়া নও,
যে সোয়ার হ'য়ে পিঠে চড়ি ;
তুমিও চিড়ে নও বঁধু, তুমি চিড়ে নও,
যে খাই দধি গুড় মেখে (বঁধু হে !)
যদি তোমায় নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে !

নয়নে নয়নে রাখি

নয়নে নয়নে রাখি (তাই তারে),
গা ঢাকা হন অমনি বঁধু, একটু যদি মুদি আঁখি।
একটু যদি ফিরে তাকাই, একটু যদি ঘাড়্‌টি বাঁকাই,
অমনি ওড়েন উধাও হ'য়ে আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখী !
কি জানি কে মন্ত্র দিয়ে কখন বঁধুর ঘাড়ে চড়েন,
কি জানি অঞ্চলের নিধি অঞ্চল থেকে খ'সে পড়েন ;
তাই যদি তার হেলায় ফেলায় আস্‌তে দেরি রাত্রি বেলায়,
ব'কে ঝ'কে, কেঁদে কেঁটে, কুরুক্ষেত্র ক'রে থাকি।

সবই মিঠে

আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে।
তা, রং হোক্ মিশ্‌মিশে বা ফিট্‌ফিটে।
মিষ্টি—প্রিয়ার হাতের গয়না গুলি, মিষ্টি চুড়ির ঠুন্‌ঠুনিটে ;
যদিও সে, গয়না দিতে অনেক সময় ঘুঘু চরে স্বামীর ভিঁটে'।
প্রিয়ার—হাতের কুণো থেকে মিষ্টি তাঁর কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটে ;
আর—সে করস্পর্শে অঙ্গে যেন দিয়ে যায় কেউ চিনির ছিটে !
আহা !—প্রিয়ার হাতের কিল্‌টিতেও মিষ্টি যেন গিঁটে গিঁটে ;
আর—প্রিয়ার হাতের চাপড় গুলি, আহা যেন পুলিপিটে !
আহা ! খেজুর রসের চেয়েও মিষ্টি প্রিয়ার হস্তের কানুটিটে !
মধুর সব চেয়ে তাঁর সম্মার্জ্জনী—আহা যখন পড়ে পিঠে !

আমরা ও তোমরা

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই—
আর তোমরা বসিয়া খাও।
আমরা দুপুরে আপিসে ঘামিয়া মরি—
আর তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে আমরাই প'ড়ে লড়ি,
তোমরা গহনা পত্র ও টাকা কড়ি
অমায়িকভাবে গুছায়ে পাল্কী চড়ি'—
দ্রুত চম্পট দাও।

সম্পদে ছুটে কোথা হ'তে এসে পড়,
আহা ! যেন কতকাল চেনা ;
তোমরা দোকানী, সেক্‌রা, পসারী ডাক—
আর আমাদের হয় দেনা।
সুখেতে সোহাগে গায়েতে পড়িয়া ঢলি',
—নব কার্ত্তিক আর কি !—আদরে গলি',
"প্রাণবল্লভ, প্রিয়তম, নাথ" বলি'—
কৃতার্থ ক'রে দাও !

তোমরা অবাধে যা খুসি বলিয়া যাও—
ভয়ে আমরা, স্তব্ধ রই ;
আমরা কহিতে পাছে কি বেফাঁস বলি,
সদা সেই ভয়ে সারা হই।

কথায় কথায় ধরণী ভাসাও কাঁদি',—
আমরা যেন বা কতই না অপরাধী ;
পড়িয়া যুগল চরণ ধরিয়া কাঁদি,
তবু ফিরে নাহি চাও।

আমরা বেচারী ব্যবসা চাকরি করি—
আর তোমরা কর গো আয়েস ;
আমরা সদাই মুনিব-বকুনি খাই—
আর তোমরা খাও গো পায়েস।
তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত
কার্য্য করিয়া না পুরাই মনোরথ,
অবহেলে চ'লে যাও নেড়ে দিয়া নথ,
অথবা মরিতে ধাও।

আমরা দাড়ির প্রত্যহ অতিবাড়ে
রোজ জ্বালাতন হ'য়ে মরি ;—
তোমরা, সে ভোগ ভুগিতে হয় না, থাক
খাসা বেশ বিন্যাস করি।
আমরা দু'টাকা জোড়ার কাপড় পরি,—
তোমাদের চাই সোনা দশ বিশ ভরি'
বোম্বাই বারাণসী বছর বছরই,
তবু মন উঠে না ও।

তোমরা ও আমরা

তোমরা হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও সুখে,
(ঘরে) আমরা বন্ধ রই ;
তোমরা কিরূপে কাটাও দীর্ঘ বেলা
(তাই) ভাবিয়া অবাক্ হই ;
আপিসে কাটাও তামাক, গল্প গুজবে,
পরে হজগজ সাহেবকে দুটো বুঝোবে,
পরে আপনার কাগজপত্র গুছোবে
(শেষে) ক'রে গোটা কত সই।

দুধের সরটি, ক্ষীরটি তোমরা খাও,
(আর) মোরা খাই তার দহি ;
যতক্ষণটি তোমরা না বাড়ী ফেরো,
(ঘরে) মোরা উপবাসী রহি।
তোমরা খাইবে, আমরা বসিয়া রাঁধিব,
না খাইলে দিয়া মাথার দিব্য সাধিব,
তোমরা বকিবে, আমরা বেচারি কাঁদিব,
(তাও) তোমাদের সহে কই ?

তোমরা দু'টাকা আনিয়া দিয়াই ব্যস্—
(যাও) ব'সগে হাত পা ধুয়ে ;
আমরা তা বেশ নেড়ে চেড়ে দেখি, কিছু
(তার) থাকে না ত দিয়ে থুয়ে।

তবু তোমাদের এমন মন্দ স্বভাবই,
তাতেই চাই দেখানো মিথ্যে নবাবী,
আমাদের নাই কোন বিষয়ের অভাবই
(শুধু) অন্ন বস্ত্র বই।
তোমরা সহর ঘুরিয়া বেড়াও রা'তে
(তবু) সেটা যেন কিছু নহে ;
আমরা কাহারো সহিত কহিলে কথা,
(তাও) তোমাদের নাহি সহে ;
তোমাদের চাই মেজ , সেজ্, খাস্-কামরা,
আমরা ধোঁয়ায় রহি না-জ্যান্ত-না-মরা,
থিয়েটারে, নাচে যাইতে তোমরা, আমরা
(বুঝি) সে সময় কেহ নই।
প্রেমের সুখটি তোমরা লুফিতে চাও,
(তার) যাতনা আমরা সহি ;
পুত্র সাধটি তোমরা করিতে আগে,
(তার) দুঃখ আমরা বহি ;
কোলে কর তারে যখন বেড়ায় খেলিয়া,
কাঁদিলেই দাও আমাদের কোলে ফেলিয়া,
ভাঙ্গিলে ঘুমটি রাত্রে কাঁদিয়া ছেলিয়া—
(তার) বকুনি আমরা সহি।

চাষার প্রেম

ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই ডোবার ধারটি দিয়ে,
ঐ আঁবগাছগুলোর তলায় তলায় কাঁকে কলসী নিয়ে।

সে এমনি ক'রে চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে
আর আঁখির ঠারে মেরে গেল—ঠিক এ—এই খানে।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা, তারে পাব হয় না ভরসা,
তার জন্যে যে কচ্ছে রে মোর প্রাণ আনচান।

ও, পরণে তার ডুরে সাড়ি মিহি শান্তিপুরে;
—ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই শান্তিপুরে ডুরে।
তার চক্ষু দু'টি ডাগর, ডাগর, যেন পটল-চেরা;
আর গড়নটা যে—কি বলব ভাই—সকলকারই সেরা।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি]

ঐ হাতে রে তার ঢাকাই শাঁখা পায়ে বাঁকা মল;
আর মুখখানি যে একেবারে কচ্ছে ঢল ঢল।
তার নাকটি যেন বাঁশিপানা কপালটি একরত্তি;
—এর একটা কথাও মিথ্যে নয় রে—
আগা গোড়া সত্যি—
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি]

তার এলো চুলের কিবে বাহার—আর বল্‌বো কিরে;
—তার হেঁটুর নীচে পড়েছিল—মিথ্যে বলিনি রে;
মুই মিথ্যে কইবার নোক নইরে ভাই—করিনিও ভুল;
ও তার হেঁটুর নীচে চুল, ও রে তার হেঁটুর নীচে চুল।
তার রং যে বড্ডই ফর্সা [ইত্যাদি]

তার মুখের হাঁ যে ভারি ছোট, গোল-গোল যে তার ঢং ;
আর কি বল্‌বো মুই ওরে লেতাই কিবে যে তার রং !
সে এমনি ক'রে চেয়ে গেল, ক'রে মন চুরি,
আর ঠিক এই জায়গায় মেরে গেল নয়ানের ছুরি !
তার রং যে বড্ডই ফর্সা   [ইত্যাদি]

বুড়ো-বুড়ী

বুড়োবুড়ী দু'জনাতে মনের মিলে সুখে থাক্‌ত।
বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব, বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত।
হ'ত যখন ঝগড়া ঝাঁটি, হ'ত প্রায়ই লাঠালাঠি ;
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি পাড়ার লোকে পুলিশ ডাক্‌ত।
হঠাৎ একদিন 'দুত্তোর' ব'লে কোথা বুড়ো গেল চ'লে,
বুড়ী তখন বুড়োর জন্যে কল্লে চক্ষু লবণাক্ত।
শেষে বছর খানেক পরে বুড়ো ফিরে এল ঘরে,
বুড়ী তখন রেঁধেবেড়ে তাকে ভারি খুসি রাখ্‌ত।
ঝগড়া ঝাঁটী গেল থেমে, মনের মিলে গভীর প্রেমে,
বুড়ী দিত দাঁতে মিশি, বুড়ো গায়ে সাবান মাখ্‌ত।

তুমি বুঝি মনে ভাব

তোমায় ভালবাসি ব'লে তুমি বুঝি মনে ভাব,
যে, তোমার চন্দ্রমুখখানি না দেখিলে ম'রে যাব ?
ঘুঘু চর্‌বে আমার বাড়ী, উননে উঠ্‌বে না হাঁড়ি ,
বৈদ্যেতে পাবে না নাড়ী, এম্‌নি, অন্তিম দশায় খাবি খাব।

এখানে ইস্তাফা তবে, যা হবার তা হ'য়ে গেল ;
তুমি যদি আমায় ভাল না বাস ত ব'য়ে গেল।
ডাক্‌লে তোমার পাইনে সাড়া, নেই কি কেউ আর
তোমা ছাড়া ?
এই গোঁফ জোড়াতে দিলে চাড়া, তোমার মত অনেক পাব
.....

বিরহ-তত্ত্ব

বিরহ জিনিসটা কি !
নাই রে নাই রে আর বুঝিতে বাকি !
যখন দাঁড়ায় আসি' রামকান্ত ভৃত্য
বাজার খরচ ফর্দ্দ করি' দীর্ঘ নিত্য,
রজক আসিয়া বলে কাপড় গুণিয়া লও—
তখন, কাতরভাবে তোমারে ডাকি।
যখন ঠাকুর বলে আরও তেল চাই—
—যদিও রন্ধনের তারতম্য তাতেও বড় হয় না ;
দু' সের করিয়া আলু রোজই ফুরায়,
তখন বিরহবেদনা আর সয় না সয় না ;
বুঝি রে তখন তব কি গুণে বকুনি সহি,
ভুলিয়ে পৃষ্ঠের জ্বালা বিরহ-অনলে দহি,
ভাবিরে তখন তোমায় আসিতে চিঠি লিখি,
পরে না হয় হবে যা এ কপালে থাকে।

বিরহ-যাপন

তোমারই বিরহে সইরে দিবানিশি কত সই—
এখন, ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু (আর) ঘুম পেলেই ঘুমই।
কি বল্‌বো আর—পরিত্যাগ (এখন)—একেবারে চিড়ে দই—
—রোচেনাক মুখে কিছু পাঁটার ঝোল আর লুচি বৈ।
এখন সকালবেলা উঠে তাই, হতাশভাবে সন্দেশ খাই,
কভু দু'খান সরপুরি—আর দুঃখের কথা কারে কই!
দুঃখের বারিধির আমার কোন মতেই পাইনে থৈ—
—আবার বিরহে বুঝি (আমার) ক্ষুধা জেগে ওঠে ঐ!
(এখন) বিকেলটাও যদি হায় সর্ব্বৎ খেয়ে কেটে যায়,
সন্ধ্যায় একটু হুইস্কি ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কৈ!
কে যেন সদাই এ প্রাণের পাকা ধানে দিচ্ছে মৈ—
(তাই) রাতে দু' চার এয়ার ডেকে (এ দারুণ)
বিরহের বোঝা বই।
(এখন) ভাবি' ও বিধুবয়ানে ঘুম আসে না নয়ানে,
কোন্‌ রাত্তির আর মধ্যাহ্ন ভিন্ন চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে রই;
বিরহেতে দিন দিন ওজেনেতে বেশী হই;—
এতদিনে বুঝ্‌লেম প্রিয়ে (আমি) তোমা বই আর কারো নই।

চাষার বিরহ

তোরে না হেরে মোর, আন্দাজ হয় দিনে, গড়ে,
বার পঁচিশ চাঁদ-পারা ঐ মুখখানি তোর মনে পড়ে।

যেমন মুই উঠি ভোরে—
পূর্ব্বে চাই পশ্চিমে চাই কোথাও দেখিনে তোরে,
তেখন প্রাণ কেঁদে ওঠে ভেউ ভেউ ক'রে।
বল্‌তে কি—তেখন রে মোর জানটা আর থাকে না ধড়ে·

যেথন গো বেলা তুকুর ;
বেভুল হয়ে দেখ্‌ছি যেন তোরে আর সেই পানা পুকুর ;
পরে ত্থাখি শুয়ে শুধু কেলে কুকুর ;
তেখন মোর ডুক্‌রে ডুক্‌রে পরাণটা যে কেমন করে।

বিকেলে নেশার ঝোঁকে,—
মনে হয় আঁবগাছতলায় যেন পরাণ দেখ্‌ছি তোকে,
পরে আর, দেখ্‌তি পাইনে সাদা চোকে ;—
তেখন মোর গলার কাছটায় কি যেন রে এঁটো ধরে।

রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে,—
স্বপ্নে মুই ত্থাখি তোরে, তার পরে ঘুম ভেঙ্গে, ওরে—
উঠে ফের পড়ি মেঝেয় ধড়াস্‌ ক'রে ;
কলাগাছ পড়ে যেমন চৈত্তির কি আশ্বিনের ঝড়ে।

বটে তুই থাকিস্‌ দূরে,—
থাক্‌না তুই পাবনা জেলায় আর মুই থাকি হাজিপুরে,
তবু জান উজান্‌ চলে ফিরে ঘুরে,—
যেথাই র'স্‌ তোরই জন্যে মোরি মাথার টনক নড়ে।

অনুতাপ

এখন তাহারে আমি পেলে যে কি করি ?
হাসি কিংবা কাঁদি কিংবা হাতে কিংবা পায়ে ধরি ?
ঘরেতে দরোজা দিয়ে বুঝি তারে বলি "প্রিয়ে,
যা হবার তা হ'য়ে গেছে, এই নাকে খৎ প্রাণেশ্বরি,
এমন কর্ম্ম আর কর্ব্বো না, এই নাকে খৎ প্রাণেশ্বরি !"
বাঁধি দিয়ে বাহু দুটি (যদ্দূর আঁকড়ে পেরে উঠি,)
বলি "এই নেও সাম্‌নে তোমার, পাঁটা খেতে খেতে মরি,
চাও ত প্রায়শ্চিত্তচ্ছলে, এই পাঁটা খেতে খেতে মরি।"

তোমারি তুলনা তুমি

তোমারি তুলনা তুমি চাঁদ, অকর্ম্মার ধাড়ি।
যেমনি অঙ্গের কালোবরণ,
তেমনি কালো মুখে কালো দাড়ি।
যেমনি দেহখানি স্থূল, বুদ্ধি তারি সমতুল।
আবার যেমন বুদ্ধি তেমনি বিদ্যে—
যেমন গরু টানে গরুর গাড়ি।

নূতন প্রেম

প্রেমটা ভারি মজার ব্যাপার প্রেমিক মজার জিনিস।
ও সে জানোয়ারটা হাতায় পেলে, আমি ত একটা কিনি,
বোধ হয় তুইও একটা কিনিস্।

প্রথম মিলনেরি চুম্বনেতে জীয়ন্তে মরা ;
আর হাতে স্বর্গপ্রাপ্তি তারে বক্ষেতে ধরা ;—
—দেখে ধরারে সরা (মরি হায় রে হায়)
ওরে ভাবিস্ কিরে এমনি গো তার থাক্‌বে চিরদিন ! ঈস্ !
কত "ভালবাসো" ? "ভালবাসি"। "বাসো—
কতখানি" ?
কত ছাই ভস্ম, মাথামুণ্ডু, কতই না জানি ?
মিঠে মিঠে মৃদু বাণী (মরি হায় রে হায়)।
এই রকম হ'লে তারে নূতন প্রেমিক ব'লে চিনিস্ !
প্রথম বিরহেতে অনিদ্রা, আর ওহো ! হা হুতাশ !
আর---আহা উহু হুঁ হুঁ—যেন হ'ল যক্ষ্মাকাশ ;
ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস (মরি হায় রে হায়)
শেষে বিরহেতেই হাঁপ ছেড়ে প্রাণ বাঁচ্‌বে তা দেখে নিস্ !
কত "জীবনবল্লভ" "নাথ" "প্রভু" "প্রাণেশ্বর" ;
কত "প্রিয়তমে" "প্রাণেশ্বরি" তাহারি উত্তর ;—
লেখালেখি নিরন্তর (মরি হায় রে হায়)
এই প্রিয় সম্বোধন সব শেষে "ওগো শোন"য়ে ফিনিশ্।

৩। প্রাকৃতিক

বসন্ত বর্ণনা

দেখ্ সখি দেখ্ চেয়ে দেখ্ বুঝি শিশির হইল অস্ত।
বুঝিবা এবার টেঁকা হবে ভার সখিরে এল বসন্ত।

বহিছে মলয় আকুলি বিকুলি,
রাস্তায় তাই উড়ে যত ধূলি।
—এ সময় আহা বিরহিণীগুলি কেমনে রবে জীবন্ত।
ঝর ঝর ঝর কুলু কুলু কুলু বহে ঘাম সব গাত্রে,
ভন্‌ভনে মাছি দিনের বেলায়, শন্‌শনে মশা রাত্রে ;
ডাকিছে কোকিল কুহু কুহু কুহু, গুঞ্জরে অলি মুহু মুহু মুহু,
বাঁচিনে বাঁচিনে উহু উহু উহু হি হি হু হু হা হা হন্ত।
পতি কাছে নাই, পতি বিনা আর কে আছে নারীর সম্বল,
কাঁচা আঁব দুটো পেড়ে আন্ সখি গুড় দিয়ে রাঁধি অম্বল।
হেরি যে বিশ্ব শূন্যময়, নে খেয়ে নিয়ে শুই বিরহশয়নে,
পড়িগে অর্দ্ধ-মুদিত-নয়নে গোলেবকাওলি গ্রন্থ।
নিয়ে আয় সখি বরফ নহিলে মরি এ মলয়বাতাসে,
নিয়ে আয় পাখা—এলনাক পতি—আজ যে মাসের ২৭এ ;—
নিয়ে আয় পান, তাস্ আন্ ছাই—বিরহের এত জ্বালা
—ম'রে যাই!
দাঁড়াইয়ে কেন হাসিস্ লো ভাই বাহির করিয়ে দন্ত!

বিষ্যুৎবারের বারবেলা

পার ত জন্মোনা কেউ, বিষ্যুৎবারের বারবেলা।
জন্মাও ত সাম্‌লাতে পার্ব্বেনাক তার ঠেলা।
দেখ, বিষ্যুৎবারের বারবেলাতে আমার জন্ম হইল ;
তাই দিল মোরে, কালো ক'রে, রোদে ধ'রে
মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল।

দেখে মা কালো ছেলে, দিল ঠেলে, দিলনাক মায়ের দুধ,
ক'রে দিল শরীর সরু, বুদ্ধি গরু, খাইয়ে খাইয়ে গা'য়ের দুধ।
পরে, মিলে আমার আটটা মামায়— বাবার সেই আট শালায়,
হ'তে না হ'তে বড়, দিয়ে চড় পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়।
দেখে মোর গুরুমশাই (যেন কশাই) বিদ্যেয় খাটো শর্ম্মারে,
ক'রে দিল সেই ফাঁকে শরীরটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা রে।
বাবা, আমি উঁচুদিকেই বাড়ছি দেখে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল ;
দিল মোর চাকরি ক'রে, তারাও মোরে দু'দিন পরে তাড়িয়ে দিল।
দেখে মোর চাকরিশূন্য, বাবা ক্ষুণ্ণ, বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল,
দেখে মোরে শরীর লম্বা, বুদ্ধি রম্ভা, ক'নের দরও চ'ড়ে গেল।
হায় গো ! বিধি দুষ্ট সবায় তুষ্ট, রুষ্ট কেবল আমার বেলা,
সে কেবল ফেল্‌লাম ব'লে জ'ন্মে ভুলে
বিষ্যুৎবারের বারবেলা।

বিলেত

বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোণার রূপোর নয় ;
তার আকাশেতে সূর্য্য উঠে, মেঘে বৃষ্টি হয় ;
তার পাহাড়গুলো পাথরের, আর গাছেতে ফুল ফোটে ;—
—তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা কর্চ্ছনাক মোটে ;
কিন্তু এসব সত্যি, এসব সত্যি, এসব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখ্‌তে, তা'লে তোমরাও ব'ল্‌তে তাই।
সেথা পুঁটিমাছে বিয়োয় নাক টিয়াপাখীর ছা' ;
আর চতুষ্পদ সব জন্তুগুলোর চারটে চারটে পা ;

তাদের লেজগুলো সম্মুখে নয়, আর মাথাও নয়কো পিছে ;
—তোমরা অবাক্ হ'চ্ছ, বোধ হয় ভাব্ছো এ সব মিছে ;
কিন্তু এ সব সত্যি এ সব সত্যি, এ সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখ্তে, তা'লে তোমরাও ব'ল্তে তাই।

সেথা পুরুষগুলো সব পুরুষ, আর ঐ মেয়েগুলো সব মেয়ে,
আর জোয়ান বুড়ো কচি, কেউ না বাঁচে হাওয়া খেয়ে ;
তাদের মাথাগুলো সব উপর দিকে, পা-গুলো সব নীচে ;
—তোমরা মুচ্‌কি হাস্‌চ বোধ হয় ভাব্‌ছ এ সব মিছে ;
কিন্তু এ সব সত্যি, সব সত্যি, সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখ্তে, তা'লে তোমরাও ব'ল্তে তাই।

সেথা বসনভূষণ কম্‌তি হ'লে স্বামীকে স্ত্রী বকে ;
আর নূতনেই প্রেম মিঠে থাকে, 'বাসি' হ'লেই টকে ;
আর আমোদ হ'লে হাসে তারা দন্ত ক'রে বাহির ;
—তোমরা ভাব্‌ছো কচ্ছি আমি মিথ্যে কথা জাহির ;
কিন্তু এ সব সত্যি, সব সত্যি, সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখ্তে, তা'লে তোমরাও ব'ল্তে তাই।

তবে কিনা, দেশটা বিলেত, এবং জাতটা বিলিতি ;
কাজেই,—একটু সাহেবী রকম তাদের রীতি নীতি।
আর ঐ করে শুধু সাদা হাতে চুরি ডাকাতি সে ;
আর স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করে বিশুদ্ধ ইংলিশে ;—
এই তফাৎ, এই তফাৎ, এই তফাৎ মাত্র, ভাই,
আর আমাদের সঙ্গে তাদের বিশেষ তফাৎ নাই।

বর্ষা

বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্ টাপ্
বাতাসে পাতা ঝরে ঝুপ্ ঝাপ্ ;
প্রবল ঝড় বহে—আম্র কাঁটাল সব—
পড়িছে চারিদিকে ধুপ্ ধাপ্ ।

বজ্র কড়কড় হাঁকে ;
গিন্নী শুয়ে বৌমাকে
"কাপড় তোল্ বড়ি তোল্" ঘন হাঁকে ;
অমনি ছাদের উপর দুপ্ দাপ্ ।

আকাশ ঘেরিয়াছে মেঘে,
জ'লো হাওয়া বহে বেগে,
ছেলেরা বেরোতে না পেয়ে, রেগে,
ঘরের ভিতরে করে হুপ্ হাপ্ ।

ছুটিল "একি হ'ল" ভাবি',
ঊর্দ্ধলাঙ্গুল গাভী ;
এ সময় মুড়ি দিয়ে রেকাবী রেকাবী
ফুলুরি খেতে হয় কুপ্ কাপ্ ।

বৃষ্টি নামিল তোড়ে ;
রাস্তা কর্দ্দমে পোরে ;
ছত্র মস্তকে রাস্তার মোড়ে
পিছ্‌লে পড়ে সবে ঢুপ্ ঢাপ্ ।

ভিজেছে নির্ঝুম শাখী,
শালিক ফিঙে টিয়া পাখী
আমি কি করি ভেবে না পেয়ে, একাকী-
ঘরেতে ব'সে আছি চুপ্ চাপ্।

কোকিল

আছে একটা ভারি কাল পাখী,
ও তার আছে দুটো কাল পাখা।
কবিরা তারে কোকিল বলে,
আর ফাগুন চৈতে তার কু-অভ্যাস ডাকা।
তার ডাক শুনে প্রাণ 'হা হুতাশ' করে,
বিরহিণীরা সব আছ্ড়ে পড়ে;
'প্রাণকান্ত' বিনে সে পাখীর স্বরে,
তাদের জীবনটা ঠেকে (কেমন) ফাঁকা ফাঁকা।
ও সে পাখী বড় সর্ব্বনেশে,
গোল বাধায় ফাগুন চৈতে এসে;
ভাগ্যিস্ নয় সে পাখী বারোমেসে,
নৈলে মুস্কিল হ'তো বেঁচে থাকা।

শেয়াল

ছিল একটি শেয়াল—
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল।

আর সে নিজে ব'সে বেড়ে, টাকা কড়ির চিন্তা ছেড়ে—
গাচ্ছিল (উঁচু দিকে মুখ ক'রে)—এই পুরবীর খেয়াল।
[তান] ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া হুয়া হুয়া, ক্যা হুয়া,
ক্যা ক্যা ক্যা—

——

শালিক পাখী

আমি একটী শালিক পাখী—
(আমার) কাজ কর্ম্ম সবই চালাকি ;
বেড়িয়ে বেড়াই চালে চালে,
(আর) গান গাই মুদিয়ে আঁখি।
পাপিয়া গায় "পিউ" গানে ;
কোকিল জানে "কুহু" তানে ;
চাতক স্রেফ্ "ফটিক জল" জানে ;
(আমি) কত হরেক রকম ডাকি।
ধ্রুপদ খেয়াল জানা আছে,
ঢালা সবই একই ছাঁচে ;
আমার মধুর গানের কাছে
(ওরে) টপ্পা কীর্ত্তন লাগে নাকি ?
বাজায় বীণা যত মূর্খ ;
বেণুর স্বরটা নেহাৎ রুক্ষ ;
(বুঝলে না কেউ এইটেই দুঃখ !)
(হায় রে) পৃথিবীময় কেবল ফাঁকি।

হ'য়ে পাকে কৃতবিদ্য,
কল্লেন শেষে ব্রহ্মা বৃদ্ধ
কোকিল বেণু টপ্পা সিদ্ধ,—
(তবে) হ'ল শালিক নিয়ে ছাঁকি'।
(তান) ঘুনি কট্‌কট্‌ কচ্‌কচ্‌ কিচিমিচি
কক্যো কক্যো ড্যাপ ড্যাপ, প্রিং প্রিং—

৪। দার্শনিক

জগৎ

ভূচর খেচর এবং জলচর,
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ;—
মাতঙ্গ কুরঙ্গ পন্নগ উরগ ভুজঙ্গ পতঙ্গ বিহঙ্গ তুরঙ্গ,
ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য যক্ষ রক্ষ পিশাচ নর ;—
যে আছো যেখানে, তুলে দুটি কাণে, শোন এই গানে,
কিন্তু তার মানে, কি হ'ল কে জানে—
ঘোরে জগৎ চরকার সমান, মদ্য খেলেই সদ্য প্রমাণ,
এইটে নিয়ে কেন সবাই ভেবে মরে ভয়ঙ্কর।

পৃথিবী

বাহবা দুনিয়া কি মজাদার রঙিণ।
দিনের পরে রাত্তির আসে, রেতের পর দিন।

গ্রীষ্মকালে বেজায় গরম, শীতকালেতে ঠাণ্ডা ;
একের পিঠে দুইয়ে বারো, দুই আর একে তিন
শিয়াল ডাকে হোয়া হোয়া, আর গরু ডাকে হাম্বা,
হাতির উপর হাওদা আবার ঘোড়ার উপর জিন।

সংসার

হায় রে সংসার সবই অসার, বিধির মহাচুক্।
অস্তির চাইতে নাস্তি বেশী, সৃষ্টির চাইতে শূন্য।
বস্তা বস্তা পাপের মধ্যে কতটুকু পুণ্য॥
আলোর চাইতে আঁধার বেশী, স্থলের চাইতে সিন্ধু।
মহামৃত্যুর মধ্যে জন্ম কতটুকু বিন্দু॥
সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশী. ধর্ম্মের চাইতে তন্ত্র।
ভক্তির চাইতে কীর্ত্তন বেশী, পূজার চাইতে মন্ত্র॥
ফুলের চাইতে পত্র বেশী, মণির চাইতে কর্দ্দম।
স্বল্প ক্ষান্তির পরেই ভার্য্যার তর্জ্জন গর্জ্জন হর্দ্দম॥
ব্রহ্মার চাইতে বিষ্ণু বড়,—ব্রহ্মার থলি ফর্সা।
বিষ্ণুর কাছে কিন্তু আজো রাখি কিঞ্চিৎ ভরসা॥
ভার্য্যার চাইতে ভর্ত্তা বড়, ভর্ত্তা বাড়ার ভর্ত্তা।
কিন্তু রন্ধনাদি কার্য্যে ভার্য্যা ভর্ত্তার কর্ত্তা॥
শক্তির চাইতে ভক্তি বড়, শক্তের নিজের শক্তি।
ভক্তের জন্যে শক্তি যোগান মহত্তর ব্যক্তি॥
পত্নীর চাইতে শ্যালী বড়, যে স্ত্রীর নাইক ভগ্নী।
সে স্ত্রী পরিত্যাজ্য ও তার কপালেতে অগ্নি॥

বাহুর চাইতে পৃষ্ঠ ভালো, ক্রোধের চাইতে ক্রন্দন।
দাম্ভের চাইতে অনেক ভালো গলে রজ্জু বন্ধন॥
মুক্তশত্রু বরং ভাল, নয় তা ভণ্ড মিত্র।
আসল প্রেমের চেয়ে ভাল কাব্যে প্রেমের চিত্র॥
গুপ্ত প্রেমের পরিণামে আছেই আছে শাস্তি।
বিবাহ যে করে মূর্খ সে যৎপরোনাস্তি॥
পত্নীর চাইতে কুমীর ভাল—বলে সর্ব্বশাস্ত্রী।
কুমীর ধর্ল্লে ছাড়ে তবু ধর্ল্লে ছাড়ে না স্ত্রী॥

পূর্ণিমা-মিলন

এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ।
শুধু, আছে কিছু জলযোগ আর চায়ের মাত্র আয়োজন।
সাহিত্যিক সব ছোট বড়, এইখানেতে হ'য়ে জড়,
সবাই, আনন্দে ও ভ্রাতৃভাবে কর্ত্তে হবে কালহরণ।
হোক্ না, ধনী গরীব বড় ছোট সবার হেথা একাসন।
হেথায়, রবেনাক ঐতিহাসিক-গবেষণার কোন ক্লেশ ;
হেথায়, হবেনাক বক্তৃতা কি যুক্তিশূন্য উপদেশ ;
আমরা, আসিনিক জারিজুরি ক'র্ত্তে কোন বাহাদুরি,
আমরা, আসিনিক কর্ত্তে বিফল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন ;
হেথায়, নাইক করতালির মধ্যে কারো আত্ম-নিবেদন।
যাঁদের, আছে কিছু ভায়ের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি টান ;
তাঁদের কর্ত্তে হবে পরস্পরের প্রীতিদান প্রতিদান।
হেথায়, অনত্যুচ্চ কলরবে মেলামেশা কর্ত্তে হবে,

—শুনুন, এটা হচ্ছে সাহিত্যিকী পৌর্ণমাসী সম্মিলন,
—দোহাই, ধর্বেন না কেউ হ'ল একটু অশুদ্ধ যা ব্যাকরণ

৫। আহার ও পানীয় বিষয়ক

চা

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশ মান চাহি না ;
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই ভাল এক পেয়ালা চা।
তার সঙ্গে যদি "টোষ্ট" ডিম্ব থাকে, আপত্তিকর নয় তা ;
শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে
ওগো, প্রাতে এক পেয়ালা চা।
শ্যাম্পেন ক্লারেট পোর্ট শ্রেরি আর, খাও যার খুসী যা ;
শুধু কেড়েকুড়ে নিও না আমার
আহা, প্রাতে এক পেয়ালা চা।
অসার সংসার, কেবা বল কার—দারা সুত বাপ মা ;
এ অসার জগতে যাহা কিছু সার—
সে, ঐ প্রাতে এক পেয়ালা চা।

পান

(সুর মিশ্র—খেম্‌টা)

আ রে খা লে মেরি মিঠি খিলি-
মেরি সাথ বৈঠকে হিঁয়া নিরিবিলি ;

রহা এত্তা দিন জীয়া—তুম্ বেকুফ নেহাইৎ !
ইস্ খিলি নেহী খায়া, ক্যা সরমকা বাৎ !
দুনিয়া পর আ' কর্ তভ্ কিয়া কোন কাম ?
আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ! আরে রাম ! রাম ! রাম !
ইস্‌মে থোড়িসি গুয়া আওর চূনা খুস্‌বো ,
কিয়া কৎ, বহুৎ কিসিমকা মশেলা হো ।
বে ফয়দা জান, যো ইসি খিলি নেই খায় ;
আরে তু ! তু ! তু ! আরে হায় ! হায় ! হায় !

সন্দেশ

উহু, সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর রসকরা সরপুরিয়া ;
উহু, গড়েছ কি নিধি, দয়াময় বিধি ! কত না বুদ্ধি করিয়া ।
যদি দাও তাহা খালি—আঃ !
মদীয় বদনে ঢালিয়া ;—
উহু, কোথায় লাগে বা কুর্ম্মা কাবাব, কোথাও পোলাউ কালিয়া ;
উহু, খাই তাহা হ'লে চক্ষু মুদিয়া, চিৎ হইয়া, না নড়িয়া ।
আহা, ক্ষীর হ'ত যদি ভারত জলধি, ছানা হ'ত যদি হিমালয়,
আহা, পারিতাম পিছু ক'রে নিতে কিছু সুবিধা হয়ত মহাশয় ;
অথবা দেখিয়া শুনিয়া
বেড়াতাম গুণ গুণিয়া,
আহা, ময়রা দোকানে মাছি হ'য়ে যদি—কি মজারি হ'ত দুনিয়া ;
আহা, বেজায় বেদম বেমালুম তাহা খাইতাম হ'য়ে 'মরিয়া' ।

যদি, না রাখিত বাঁধি' সন্দেশ আদি, সংসারে এই সমুদায়,
ওহো, হ'য়ে মুনি ঋষি, ছুটে কোন্ দিশি, যেতাম হয়ত মহাশয় !
পেলাম না শুধু—হরি হে !
—খাইতে হৃদয় ভরিয়ে ;—
ওহো, না খেতেই যায় ভরিয়ে উদর, সন্দেশ থাকে পড়িয়ে ;
ওহো, মনের বাসনা মনে র'য়ে যায়, চখে ব'হে যায় দরিয়া !

"সালসা খাও"

দেশটা দেখ যাচ্ছে ভ'রে ম্লেচ্ছ আর নাস্তিকে,
হ'চ্ছে সব তুল্য পাপী, দিচ্ছে কারে শাস্তি কে ;
মান্‌ছে না কেউ শাস্ত্রগত মিথ্যাও কি সত্যও ;—
ধর্ম্ম যদি রাখ্‌তে চাও, প্রত্যুষেতে প্রত্যহ
সালসা খাও।

দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাব দেখ্‌লে দুর্ব্বৎসরে,
নাইক যবে মাংস আর ধান্য আর মৎস্য রে ;
পাচ্ছনাক কোথা কিছু খাদ্যনামগন্ধেও,
বাঁচাতে চাও ?—বাঁচ্‌বে সবে,—নাইক কোন সন্দেহ ;-
সালসা খাও।

কন্যাদায়ে বিব্রত যে ক'চ্ছে মেয়ে পক্ষকে,—
সম্বন্ধটি হ'চ্ছে যেন খাদ্য আর ভক্ষকে ;—

কন্যা বড় দেখ্‌লে যবে নিন্দা করে নিন্দুকে
শূন্য সম দেখ্‌বে যবে সংসারে ও সিন্ধুকে,—
সালসা খাও।

ছাত্রগুলো রঙ্গালয়ে কর্চ্ছে 'কোকেন' চর্ব্বনাশ,
চর্চ্চা অভিনেত্রী নিয়ে কর্চ্ছে—যে সে সর্ব্বনাশ!
বিদ্যালয়ে দিচ্ছে ফাঁকি!— কিচ্ছু ভেবে পাচ্ছ না,
পুত্র নিয়ে কর্ব্বে যে কি?—সালসা কেন খাচ্ছ না?—
সালসা খাও!

সালসা খাও, বস্‌বে হ'য়ে উচ্চ মণিমঞ্চবান্‌
বিদ্যা হবে পঞ্চানন ও মূর্ত্তি হবে পঞ্চবাণ;
শত্রু দলে কম্‌বে, শ্যালীসংখ্যা দলে বাড়্‌বে খুব,
ভার্য্যাসনে দ্বন্দ্বরণে গাত্রজোরে পার্‌বে খুব;
সালসা খাও।

[কোরাস্‌]—
সালসা খাও, ভগ্নী ভাই, বন্ধু, গুরু শিষ্যে,
সালসা খাও, রাত্রিদিবা, বর্ষায় কি গ্রীষ্মে—
সালসা খাও।

ভাঙ

আমরা—ভাঙ খেয়ে হ'য়ে আছি চুর।
যাচ্ছি চ'লে—সশরীরে—যাচ্ছি চলে মধুপুর।

শুন্‌ছি ব'সে নিশিদিন, কানের কাছে বাজ্‌ছে বীণ ;
খাচ্ছে যত অর্ব্বাচীন—ঐ গাঁজা গুলি 'চরস' ;
সস্তা হোক্ না, তার চেয়ে ভাঙ—লক্ষগুণে সরস ;
নেশার রাজা সিদ্ধি, যেমন মণির মধ্যে কহিনুর।
ভাঙ খেয়ে হ'য়ে অছি চুর।
লিখে গেছেন পুরাণকর্ত্তা 'স্বয়ং ভোলা খেতেন ভাঙ' ;
খেতেন তা, হয় ভোলা, কিংবা পুরাণ-কর্ত্তাই, সুতরাং।
জানে শুদ্ধ সিদ্ধিখোর, জেগে জেগে ঘুমের ঘোর ;
বেশী খেলেই নেশায় ভোর ; আর অল্প খেলেই তাহা—
—আর কি—ব'সে হাস্য কর—হাঃহা হাহা হাহা ;
হোক্‌না কেন ফকির, ভাবে 'আমি রাজা বাহাদুর'।
ভাঙ খেয়ে হ'য়ে আছি চুর।

সুরা

এ জীবনে ভাই একটুকু যদি বিমল আমোদ চাও রে—
তা'লে মাঝে মাঝে—মাঝে, মন রে আমার, ঢুকু ঢুকু ঢুকু খাও রে।
এই, ভব মরুভূমে সুরা জলাশয়, ঝড়ে সুরা পাকাবাড়ী ;
আর মজারূপ বারাণসীতে যাইতে—সুরাই রেলের গাড়ী রে ;
এই, জীবনটা ঘোর মেঘলা এবং গৃহিণীটি ঘোর কালো ;
এই, ভবরূপ ঘোর অন্ধকারে এ সুরাই একটু আলো রে !
আহা, হৃদিরূপ এই বাক্স খুলিতে সুরাই এটি চাবি ;
আর, বোতল খুলিলে খুলিবে হৃদয়—তা অবশ্যম্ভাবী রে !

কোন, থাকিবে না ভেদ পাত্রাপাত্র, হিতাহিত বোধ—সেটা ;
আর, শিকল ছিঁড়িয়া বেরিয়া পরিবে কামক্রোধ দুই বেটারে।
তখন, থাকিবে না কোন চক্ষুলজ্জা, রবে না কারো ওয়াস্তা,
আর, হবে পরিষ্কার সুপ্রশস্ত চুলোয় যাবার রাস্তা রে ;
এই, শোক পরিতাপ মাঝে যদি চাও সে মহানন্দ কিঞ্চিৎ,
তবে, মাঝে মাঝে মন ক'রো রসনারে সুরাসুধারসে সিঞ্চিত,
বাবা !

(নানাবিধ)

প্রেম-পরিণাম

যে পড়ে প্রেমেরি ফাঁদে,
(একদিন সে জন কাঁদেই কাঁদে)
প্রথমে দু'দিন ভারি হাসি, পরে গম্ভীরভাবে কাশি,
শেষে গলে টান লাগে ফাঁসি (রকম) ভারি গোলযোগ বাধে।
প্রথমে মাথায় তুলে নাচি, পরে ঘেঁষিনাক কাছাকাছি,
শেষে ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি (রকম) সোনামণি কালাচাঁদে।

মদ্যপ

আমি বুঝি সং ?
তোমরা যে সব হাস্‌ছো দেখে আমার বেজায় নতুন ঢং।

ভাবুছো আমার টল্‌ছে পা ?—মিথ্যে কথা—মোটেই না,—
(শুধু) ফেল্‌ছি চরণ নতুন ধরণ, বাহিরে কচ্ছি রং বেরং।
আবোল তাবোল বক্‌ছি আমি কি ?
ইচ্ছে ক'রে শুদ্ধভাষা গুছিয়ে বল্‌ছি নি,—
ব'সে রৈলাম হ'য়ে গোঁ, (ক'চ্চে মাথা ভোর্‌-র্‌-ভোঁ)
তোমরা যত হাস্‌ছো তত হ'চ্ছি আমি রেগে টং।

আমি যদি পীঠে তোর ঐ

আমি যদি পীঠে তোর ঐ, লাথি একটা মারিই রাগে ;
—তোর ত আস্পর্দ্ধা বড়, পীঠে যে তোর ব্যথা লাগে ?
আমার পায়ে লাগ্‌লো সেটা—কিছুই বুঝি নয়কো বেটা ?
নিজের জ্বালাই নিজে মরিস্‌, নিজের কথাই ভাবিস্‌ আগে !
লাথি যদি না খাবি ত' জন্মেছিলি কিসের জন্যে ?
আমি যদি না মারি ত' মেরে সেটা যাবে অন্যে।
আমার লাথি খেয়ে কাঁদা,— ন্যাকামি নয় ? শূয়োর গাধা !
দেখ্‌ছি যে তোর পীঠের চামড়া ভ'রে গেছে জুতোর দাগে !
আমার সেটা অনুগ্রহ -যদি লাথি মেরেই থাকি ;—
লাথি যদি না মার্ত্তাম ত'—না মার্ত্তেও পার্ত্তাম না কি ?
লাথি খেয়ে ওরে চাষা ! বরং রে তোর উচিত হাসা,—
যে তোর কথাও মাঝে মাঝে, তবু আমার মনে জাগে।
বরং উচিত—আগে আমার পায়ে হাত তোর বুলিয়ে দেওয়া ;
পরে ধীরে ধীরে নিজের পীঠের দাগটা মুছে নেওয়া !

—পরে বলা ভক্তিভরে,—"প্রভু অনুগ্রহ ক'রে,
পৃষ্ঠে ত মেরেছো—লাথি মারো দেখি পুরোভাগে।
—দেখি সেটা কেমন লাগে।"

পরিশিষ্ট

(একাধিক ব্যক্তি দ্বারা গেয়)

বেশ ক'রেছ

রাজা। কালাচরণ ক'র্ত্ত বড় বীরত্বেরই বড়াই,
পারিষদবর্গ।—বুঝি গাঁজায় দিয়ে দম···
রাজা। দেখ্‌লে সে দিন আমার সঙ্গে ক'র্ত্তে এল লড়াই ;
পারিষদবর্গ। বেটার আস্পর্দ্ধা নয় কম।
রাজা। আমি বল্লাম তবে রে বেটা, আয় না দেখি তবে রে বেটা ;
—পরে যখন ধ'রে আমায় ক'রে দিল জুতোপেটা ;
দেখ্‌লাম, বেটা আমার হাতে মরে বুঝি এবার
যোগাড় ক'রেও তুলেছিলাম দুই এক ঘা দেবার।
বেটা ত সে খোঁজ রাখে না,
রাগ্‌লে আমার জ্ঞান থাকে না,
কিন্তু রাগটা সাম্‌লে গেলাম অনেক কষ্টে সেবার।
পারিষদবর্গ। বেশ ক'রেছো, বেশ ক'রেছো, নহিলে অন্ততঃ
একটা খুন খারাপি হ'ত, একটা খুন খারাপি হ'ত।

রাজা। কেদার বেটা সাধু ব'লে সহরে ঢাক পেটায়,
পারিষদবর্গ। হেঁ হেঁ বেটা আদত চোর।
রাজা। নিইছিলাম তার হাজার টাকা চাইতে এল সেটায়,
পারিষদবর্গ। বেটা বোধ হয় গুলিখোর।
রাজা। আমি বল্লাম তবে রে বেটা, আয় না দেখি তবে রে বেটা;
কে কে কে তোর টাকা জানে, তো তো তো তোর সাক্ষী কেটা?
কর না গিয়ে মকর্দ্দমা—I don't care a feather.
মুখখানি ত চূণটি ক'রে ফিরে গেল কেদার।
টাকা নিয়ে ক'র্ব্বে সে কি? টাকাগুলো সব শেষে কি
গাঁজা গুলি খেয়ে, বেটা উড়িয়ে দেবে দেদার?
পারিষদবর্গ। বেশ ক'রেছো, বেশ ক'রেছো, সে টাকা নিশ্চিত,
বেটা সব উড়িয়ে দিত, বেটা সব উড়িয়ে দিত।
রাজা। নিত্যানন্দ, বিদ্বান্ ব'লে ক'র্ত্তে চায় সে প্রমাণ;
পারিষদবর্গ। সে কি আবার একটা লোক!
রাজা। ক'র্ত্তে এল তর্ক সে দিন আমার সঙ্গে সমান,
পারিষদবর্গ। বেটা নিরেট আহাম্মক।
রাজা। আমি বল্লাম তবে রে বেটা, আয় না দেখি তবে রে বেটা,
আমি একটা philosopher, গাধা শুয়র জানিস্ সেটা,
ব'লে দু'ঘা পীঠে লাঠি বসিয়ে দিলাম চটাং,
লাঠি খেয়ে প'ড়ে গেল বেটা ত চিৎপটাং।
আমার সঙ্গে সে পারে কি,
তর্কের বেটা ধার ধারে কি?
তখন তর্কে হার মেনে সে পালিয়ে গেল সটাং।

পারিষদবর্গ। বেশ ক'রেছো বেশ ক'রেছো, তর্কেতে বস্তুত
সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো, সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো।

হ'তে পার্ত্তাম

রাজা। দেখ, হ'তে পার্ত্তাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয়না স্থির ;
আর ঐ বারুদটারি গন্ধ কেমন করি না পছন্দ ;
আর সঙ্গীন খাড়া দেখলেই মনে লাগে একটা ধন্দ ;
খোলা তরোয়াল দেখ্‌লেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ ;
তাই বাক্যে বীরই হ'য়ে রৈলাম আমি চটে' মটেই ত—
তা নইলে খুব এক বড়—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত, তা বটেই ত।
রাজা। দেখ, হ'তে পার্ত্তাম আমি একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ—
কিন্তু "গবেষণা" শুন্‌লেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত ;
আর দেশটাও বেজায় গরম, আর বিছানাও বেশ নরম,
আর তাও বলি প্রেয়সীর সে হাসিটুকু চরম।
আর তাঁকে চর্চ্চা ক'ল্লেও একটু কাজও দেখে বরং।
তাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হ'য়ে রৈলাম আমি চটে' মটেই ত—
তা নইলে বেশ এক বড়—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত, তা বটেই ত!
রাজা। দেখ, হ'তে পার্ত্তাম নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি—

কিন্তু লিখ্‌তে বস্‌লেই অক্ষরগুলো গর্‌মিল হয় যে সবই
আর ভাষাটাও, তা ছাড়া, মোটেই বেঁকে না, রয় খাড়া ;'
আর ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও দেয়নাক সে সাড়া ;
ছাই হাজারই পা দুলোই, গোঁফে হাজারই দেই চাড়া ;
তাই নীরব কবি হ'য়ে রৈলাম আমি চটে' মটেই ত,—
তা 'নইলে খুব একটা উঁচু—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত, তা বটেই ত।
রাজা। দেখ, হ'তে পার্ত্তাম রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ—
কিন্তু দাঁড়াইলেই হয় স্মরণশক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত ;
আর মুখস্থ সব বুলি এমন বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে ;
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায় বিদ্রোহী ভাব গুলি হে ;
তা হাজার কাশি, আদর করি দাড়িতে হাত বুলিয়ে,
তাই রইলাম বৈঠকখানাবক্তা আমি চটে' মটেই ত ;—
তা নইলে খুব এক ভারি—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত, তা বটেই ত।
রাজা। দেখ, ক্ষমতাটা ছিলনাক সামান্য বিশেষ ;
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চ'লে যেতাম বেশ,
হ'তাম পেলে সুযোগ বুঝি একটা যেও সেও
ওই কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা হ'তাম নিঃসন্দেহ ;
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটি আমায় দিলেনাক কেহ ;
তা নইলে—বুঝ্‌লে কি না,—
পারিষদবর্গ। হাঁ তা বটেই ত, তা বটেই ত।

জানে না

সকলে। { ছ্যাঃ আর ভালো লাগেনাক প্রত্যহই একঘেয়ে,
মেউ মেউ করা যত সব বাঙ্গালীর মেয়ে।

উমেশ। না জানে নাচ্‌তে, না জানে গাইতে,—

রমেশ। না জানে সৌখীনরকম চক্ষু তুলে চাইতে—

পরেশ। সভ্যরকম হাস্‌তে—

সুরেশ। সভ্যরকম কাশ্‌তে —

সকলে। জানে না ;—

উমেশ। বিদ্যাবত্তায় একটি একটি হস্তিমূর্খ যেন ;

রমেশ। না প'ড়েছ Shakespear না প'ড়েছে Ganot ;

পরেশ। Hockey Tennis খেল্‌তে,—

সুরেশ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে—

সকলে। জানে না—

উমেশ। Adam Smithএর political economy জানে না

রমেশ। Malthusএর theory of population মানে না ;

পরেশ। সাড়ী ঘুরিয়ে পর্‌তে---

সুরেশ। Bicycleএ চড়্‌তে—

সকলে। জানে না—

উমেশ। Huxley, Tyndal, Spencer, Millএর ধারও
ধারেনাক—

রমেশ। Dynamicsএর একটা আঁকও কয্‌তে পারেনাক—

পরেশ। উল বোনা শিখ্‌তে—
সুরেশ। নাটক নভেল লিখ্‌তে-
সকলে। জানে না।

ভাবনায়

উমেশ। হাঁ হাঁ মশাই আমরা সবাই প'ড়েছি এক ভাবনায়—
রমেশ। ভেবে দেখ্‌লাম আমাদের আর বেঁচে কোনই লাভ নাই
পরেশ। মনে ভারি দুঃখ স্ত্রীরা গণ্ডমূর্খ—
সুরেশ। ইচ্ছা হয় যে দৌড় মারি কটকে কি পাবনায়।

ধর ধর

ইন্দুমতী। সখি ধর ধর।
সরোজিনী। কেন কেন সখি এভাব নিরখি, কেন কেন তুমি এমন কর?
ইন্দুমতী। বসন্ত আসিল শীত অন্ত করি'—
সরোজিনী। সে যে ছিল ভালো, এ যে ঘেমে মরি—
ইন্দুমতী। ডাকিছে কোকিল—
সরোজিনী। উড়িতেছে চিল
ডাকে কা কা কাক মধুর স্বর।
ইন্দুমতী। গুঞ্জরিছে অলি কুসুমের পাশে—
সরোজিনী। আমাদের তাতে ভারি যায় আসে!
ইন্দুমতী। বহিছে মলয় ধীরে—
সরোজিনী। মিছে নয়, উড়ে ধূলা তাই প্রবলতর!

ইন্দুমতী। যৌবন জ্বালায় জ্বলি অহর্নিশ,—
সরোজিনী। যৌবন কি বল পার হ'য়ে ত্রিশ!
ইন্দুমতী। কি করি কি করি—
সরোজিনী। আহা মরি মরি!
ইন্দুমতী। উহু উহু সখি—
সরোজিনী। না যাও সর;
ইন্দুমতী। বল বল সখি কি করিব আমি?
সরোজিনী। না ভালো লাগে না তোমার ন্যাকামি।
ইন্দুমতী। সখি কোথা শ্যাম আমি যে ম'লাম;—
সরোজিনী। মর তা একটু সরিয়া মর।

বরাবরই ব'লে গেছি

বরাবরই ব'লে গেছি,
যে আহার এবং নিদ্রাই সার, অন্য সবি (তদ্ভিন্ন) অন্য সবই
মিছি মিছি।
ঠ্যাং ভাঙ্‌লে বা হ'লে জখম,
দেখ্‌বে সবাই একই রকম;
ছেড়ে দিলেই বকম বকম, গলা টিপে (দেখ্‌বে সব) গলা টিপে
ধল্লে চিঁ চিঁ!
আছে শুধুই উড়ে বেয়ারা, আর ঐ শুধু আছে ঢেঁকি—
যারা শত পদাঘাতে বলে "আবার মার দেখি";
যা হোক্ যায় বা আসে কি কার
এটা ক'র্ত্তে হবেই স্বীকার

যাঁদে'র যতই রুচি বিকার, তাঁরাই তত (আবার সব)
তাঁরাই তত করেন ছি ছি।
পৃথিবীতে জ্বর ও যক্ষ্মা, শূল ও সর্দ্দি, কাশি, হাঁচি,
এরি মধ্যে কায়ক্লেশে কোনরূপে টিঁকে আছি ;
গ্রীষ্মকালে ব'সে ধোয়াই ;
শীতকালে রদ্দুর পোহাই ;
আর যা বলো রাজি,—দোহাই, হাসির গানটা (কেবল ঐ)
হাসির গানটা ছেড়ে দিছি।
হাসির গান ত গাইতে বলো - তোমরা ত বেশ হেসে নিলে ;
ক্যাক্ ক'রে কেউ ধ'র্লে আমায়—দেখ্বে আমার ছেলে পিলে ?
তোমরা হেসে বাড়ী গেলে,
আমি চেঁচিয়ে চ'ল্লাম জেলে,
তোমরা দশজনে কাঁঠাল খেলে আমার গলায় (বেচারী) আমার
গলায় বাধে বীচি

I THOROUGHLY AGREE.

রেবেকা। আমি চিরকাল unmarried থাক্তাম যদ্যপিও,
সেটা,
চম্পটী। It would have been far preferable,
't would have been much better,
রেবেকা। তোমায় marry করা was an act of great
mistake, for me.

চম্পাটি। In this view of the case, my love !
I thoroughly agree.

রেবেকা I thoroughly agree—

চম্পাটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case, my love—
I thoroughly agree.

রেবেকা। It was great mistake to marry ধরে
একটা pauper.

চম্পাটী। The more so, O my love ! when you
yourself had not a copper.

রেবেকা। Tremendous sad mistake, my darling !
very sad, I see.

চম্পাটী। In this view of the case, my love !—
I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly argee—

চম্পাটী। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case, my love !—
I thoroughly agree.

রেবেকা। এই love এর প্রথম stageটাই ভালো,
—whispers, hugs, and kisses.

চম্পাটী। The charm is not so great as soon as you
become a Mrs.

রেবেকা। The case becomes more complicated on
the contrary ;—

চম্পটী। In this view of the case, my love—
I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটী। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case, my love—
I thoroughly agree.

রেবেকা। You may give me a thousand kisses,
and be mine for ever;

চম্পটী। চাই something more substantial
কিন্তু মুখের মধ্যে দেবার।

রেবেকা। You are as wise as Solomon, though not
so rich as he—

চম্পটী। In this view of the case, my love!—
I thoroughly agree.

রেবেকা। I thorougnly agree—

চম্পটী। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case, my love!—
I thoroughly agree,

রেবেকা। এই marry ক'রে না হোক্ কোন অন্য কার্য্য সিদ্ধি,

চম্পটী। But annually একটী ক'রে হ'চ্ছে বংশবৃদ্ধি;

উভয়ে Whatever difference of opinion
there may be—

In this view of the case, my love!—
I thoroughly agree—

রেবেকা। I thoroughly agree—
চম্পনী। I thoroughly agree—
উভয়ে। In this view of the case, my love!—
I thoroughly agree.

চাকরি করা হয়রাণি

সকলে। মোরা সবাই ঠিক ক'রেছি যে চাকরি করা হয়রাণি।
নাপিতানী। মুই নাপ্তিনী।
ধোপানী। মুই ধোপানী।
মেছুনী। মুই মেছুনী।
ময়রাণী। মুই ময়রাণী।
নাপিতানী। মোদের নকরি ক'রে গুজরাণে আর মন উঠে না সই।
ধোপানী। মোরা চাই, শয়ন ক'রে নয়ন মুদে, বিভোর হ'য়ে রই।
মেছুনী। নাই কি উপায় চাকরি করা বৈ—
ময়রাণী। বলি খেটে খেতে হইছিল কি তৈরি এ চাঁদ মুখখানি।
ধোপানী। আমরা রাজা আমীর উমীর—কারে করিনাক ভয়।
মেছুনী। মোদের কিনা চাকরি করা সয়?
ময়রাণী। এখন, ক'র্ত্তে হ'বে সহজ একটা নূতন উপায় আম্‌দানি।
নাপিতানী। ঐ লো মধুর স্বরে বাজ্‌ছে বাঁশি, আর কি থাকা যায়।
ধোপানী। আহা, বিধির ভুলে দ্বাপর যুগে জন্ম হইনি হায়।

মেছুনী। ওলো, তোরা সব আস্‌বি যদি আয়।

ময়রাণী। আমরা সব হাসির ঘটায় রূপের ছটায় মাতিয়ে
দেবো রাজধানী।

এটা এক অভিনব

এটা এক অভিনব নাটিকা।
ইংরাজি ভাষাতে বলে 'প্যারডি'—
জানেন ত' পাঠক ও পাঠিকা॥
প্যারডিতে প্রহসনে পিষিয়ে,
গুলে নিয়ে অপেরাতে মিশিয়ে
কটু ও মিষ্টে—
(পরে) যা থাকে অদৃষ্টে—
(কাব্যে) কুনীতির পৃষ্ঠে ঝাঁটিকা॥
নাহি যাঁর কৃষ্ণে ভক্তি,
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি যাঁর
লালসায় শুধু অনুরক্তি—
এটা তাঁরও মস্তকে ছোটখাট চাঁটিকা॥
কে রসিক বেরসিক জানি না,
বিদ্বেষ নিন্দাও মানি না,
বেরসিক যিনি, তাঁর আছে বেশ অধিকার—
বেশী ভাত খাইবার গিয়ে নিজ বাটিকা॥

সে আসে ধেয়ে

সে আসে ধেয়ে এন্ ডি ঘোষের মেয়ে
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্—চায়ের গন্ধ পেয়ে।
সে আসে ধেয়ে—
কুঞ্চিত ঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে,
খট্ মট বুটশোভিতপদ-শব্দিত ম্যাটিনেএ।
বঞ্চিত নহে, সঞ্চিত কেক বিস্কুট তার প্লেটে ;
অঞ্চল বাঁধা ব্রোচে, রুমালেতে মুখ মোছে,
জবাকুসুমের গন্ধ ছুটিছে ড্রইং রুম্‌টি ছেয়ে।

জাগ জাগরে নেপাল

জাগ জাগরে নেপাল, জাগ জাগরে ঘনাই।
প্রাণের সাথী আয় গোঠে যাই—
এযে—প্রায় সাতটা বেলা গেলো ভাই।
কোথায় মা আনন্দরাণী !
ধুয়ে দে ওর মুখখানি,
ও তোর সোণার চাঁদের চাঁদমুখে
(একটু) চা তৈরি ক'রে' দে না গো !
সঙ্গে সঙ্গে আমরাও খেয়ে যাই গো
সে না খাক্, আমরা খাই।

হেলে দুলে গোঠে

হেলে দুলে গোঠে চল গোঠবিহারী!
অঞ্চল থলথল অঙ্গে বিথারি'।
বঙ্কিম ঠাম, শিরে কালো ছাতি শোভয়ে,
সুন্দর কালাপেড়ে কটি হাঁটু বেড়য়ে,
হট মট খটমট খট খট খটমট
বুট পরি' মৃদুমৃদু লম্ফ দেওয়ত—
ধীরে পাশে চায় ধায় ভক্ত দুধারি।

আমরা সবাই পড়ি

আমরা সবাই পড়ি প্রেমের পাঠশালায়।
—পাঠশালায় পাঠশালায় পাঠশালায়।
পড়ি প্রেমের প্রথম ভাগ, প্রেমের খাতায় পাড়ি দাগ,
ক র খ ল অর্থাৎ এটা যখন প্রেমের পূর্ব্বরাগ;
নভেল পড়ি, তুলি হাই, তুড়ি দেই, সর্ব্বৎ খাই;
প্রাণ করে আই ঢাই, ভর্ত্তি হ'য়ে নাটশালায়।
দ্বিতীয় ভাগে এখানেতেও যুক্তাক্ষরই শিখ্‌তে হয়,—
ঐক্য ও অনৈক্য ভোগ্য কর্ম্মভোগ্য লিখ্‌তে হয়,
বেতালা গাইতে হয়, আশে পাশে চাইতে হয়,
পার্টিতে যাইতে হয়, আর্ট্‌শালী ও আর্ট্‌শালায়।

আমি নিশিদিন তোমায়

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি leisure মাফিক বাসিও।
আমি নিশিদিন রেঁধে ব'সে আছি,
তুমি যখন হয় খেতে আসিও।
আমি সারানিশি তব লাগিয়া, রব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতেতে এসে দাঁত বের ক'রে হাসিও।

সখি শ্যাম না এলো—

সখি শ্যাম না এলো—
সে আসা না আসা সমানই সে সখি—
শুধু এলো আর চলিয়া গেল।
ব'লে গেল বড় পেয়েছে ক্ষিধে,
এই ব'লে চ'লে গেল সে সিধে—
কিন্তু সে জানে না আমার হৃদে
কি বিষম ছুরি মারিয়া গেল।

ও রে রে রে নেপাল

ও রে রে রে নেপাল আমার কলিকাতায় যাবি রে।
গিয়ে দেখছি নিশ্চয়ই তুই পক্ষিমাংস খাবি রে।
তুই খাবি যবনের ভাত, ওরে তোর যাবে জাত
আমি তাই দিন রাত বসে' বসে' ভাবি রে।

আহা ভেবো না

আহা ভেবো না, আহা ভেবো না।
আমরা ত আছি কখনই তারে
মুর্গী খাইতে দেবো না।
ওহো যদি সে মজায়—
কুলনারীগণে, যদি সে মজায়-
ব'ল্‌তে পারিনে, কুলনারীগণে যদি সে মজায়—
জেলে যায়, যায় ফাঁসি—কুলনারী যদি সে মজায়-
জাত তার—থাকবে বজায়—ভেবো না।

মার্ মার্ মার্

মার্ মার্ মার্ ধর্ ধর্ ধর্ কাট্ কাট্ হো।
ডুম্ ডুম্ ডুম্ ডুডুম্ ডুডুম্ ভোঁপ্পো ভোঁপ্পো ভোঁ।
হাতি পর হাওদা ঘোড়া পর জিন
নাচোরে ধেই ধেই ধেই তা ধিন ধিন ধিন—
পাড়োরে গাল ঘোরা তরোয়াল—
বন্ বন্ বন্, হন্ হন্ হন্, শন্ শন্ শন্ শোঁ।
"ছেড়েদে ছেড়েদে লাগছে যে হাঁপ"
"গেলাম রে" "মোলাম রে—" "বাপ রে বাপ"
উঠেছে রোল—বেজায় গোল—'পালারে পালারে পালারে পোঁ।'

আমি আর কি

আমি আর কি যেতে পারি বাবা !
মানব উদ্ধার কর্ত্তে হবে—আগে একটু সারি বাবা।
লিখ্‌ছি যে বক্তৃতা গান— আপনি ফিরে বাড়ী যান,
দেখতে কি পার্চ্ছেন না আমার উদ্দেশুটা ভারি বাবা !
[সঙ্গীগণকে] ফিরে যাও ভাই ম্যালেরিয়ায়, মরতে হয় ত তোমরা মর
যাচ্ছি না ক চাটগাঁয়, তা যাই বল আর যাই কর—
[আনন্দকে] ম্যালেরিয়ার গর্ভধারিণীর অবস্থাটি গুরুতর ?
গর্ভধারিণী তিনি ধারিণী—আমি কি তাঁর ধারি বাবা।

আজ, চল চল

আজ, চল চল ফিরে চল চট্টগ্রামে পুনর্ব্বার।
ওরে, হ'য়ে গেছে প্রেমকাণ্ডে জ্ঞানকাণ্ডে একাকার।
আজ নেপালচন্দ্র বোঝাচ্ছে তার বক্তৃতাতে ধর্ম্মসার ;
ওরে নূতন সত্যে নূতন তত্ত্বে ছেয়ে গেল এ সংসার।
আজ ঘুচাতে ধরার ভার ঘুচাতে এ অন্ধকার ;
ঐ সাহিত্য আকাশে নেপাল পূর্ণচন্দ্র অবতার।

নিপট কপট তুঁহু

নিপট কপট তুঁহু শ্যাম (আরে)
শুধু বৈঠে বৈঠে হম তুঁহারি কবিতা পড়ে,
আগু না বিচার- হাহা কিয়া কেয়া কাম।

লাজ কাজ সব কর্ণকুলিমে ডারি
সারি সারি বৈঠে হুঁ সব নারী
খিচুড়ি খাকে আওর কপি তরকারি,
জঁপত জঁপত হুঁ নেপালচাঁদ নাম।

এসো হে, বঁধুয়া

এসো হে, বঁধুয়া আমার এসো হে,
ওহে কৃষ্ণবরণ এসো হে,
ওহে দন্তমাণিক এসো হে ;
এসো সরিষাতৈলস্নিগ্ধকান্তি,
পমেটম চুলে এসো হে।
ওহে লম্পটবর এসো হে,
ওহে বকেশ্বর এসো হে ;
ওহে কলমজীবী নভেল-পাঠক—
ঘরে ঝাঁটা খেতে এসো হে।
ওহে কম্ফর্ট গলে এসো হে
ওহে পেড়ে ওড়নায় এসো হে ;
ওলে অঞ্চলদড়িবন্ধন গরু,
গোয়ালেতে ফিরে এসো হে,
এসো পুজোর ছুটিতে এসো হে,
ওহে বড় দিনে ফিরে এসো হে ;
এসো Good Fridayতে privilege leave,
French leave নিয়ে এসো হে।

খাও দাও নৃত্য কর

খাও দাও নৃত্য কর মনের সুখে।
কে কবে যাবি রে ভাই শিঙ্গে ফুঁকে ॥
এক রকম যাচ্ছে যদি যাক্ না কেটে ;
পরে যা হবার হবে কাজ কি ঘেঁটে ?
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও, কোমর এঁটে—হাস্যমুখে ॥
এ ভবে রাজা প্রজা সবাই সমান,—দেখ্‌লে একটু ভিতর ঢুকে ॥
আছিস্ তুই পেঁচার মতন ব'সে কেটা ?
যাচ্ছিস্ কে উড়িয়ে ধূলো ?—যা না বেটা !
দু'দিনে ভবের মজা ভবের লেঠা যাবে চুকে,
বাহবা ! মজাদারি ! বলিহারি ! বোম্ ভোলানাথ—কপাল ঠুকে ॥

সেদিন নাইরে ভাই

ঐ সেদিন নাইরে ভাই, আর সেদিন নাইরে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের সেদিন আর নাই,—
ঐ ক্ষত্র হোক্, বৈশ্য হোক্, শূদ্র হোক্—সবে
ঐ ব্রাহ্মণের শাপভয়ে কাঁপিত রে যবে ;
যবে গণ্ডূষে সাগর-জল করিলাম পান ;
যবে কটাক্ষে করিলাম ভস্ম সগর-সন্তান ;
যবে দ্বিজ-পদাঘাত-চিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধরি',
স্বয়ং পরম গৌরবান্বিত হ'তেন শ্রীহরি।—
(একত্রে ক্রন্দন) ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া।

ঐ সেদিন নাইরে ভাই, আর সেদিন নাইরে ভাই,
ঐ ব্রাহ্মণের গৌরবের সেদিন আর নাই ;—
ঐ গেয়েছিনু যেইদিন সামবেদগান ;—
ঐ রচেছিনু যেইদিন দর্শন, পুরাণ ;
ঐ লিখেছিনু যেইদিন মনুর সংহিতা,
ঐ শকুন্তলা, রামায়ণ, জ্যোতিষ ও গীতা ;
ঐ ম্লেচ্ছ নব্যহিন্দু যত মিলে আজ সবাই,
ঐ অনায়াসে গো-ব্রাহ্মণে কর্ত্তে চায় জবাই ।—
(একত্রে ক্রন্দন) ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া ।

আমরা ভয় পেয়েছি ভারি

আমরা ভয় পেয়েছি ভারি ।
করি যদি সত্য কথা জারি—
উঠ্‌লাম ভয়ে দিয়ে লম্ফ, ভাব্‌লাম হ'ল ভূমিকম্প—
তখন প'ড়ে গেলাম জগঝম্প—(হ'য়ে) ত্রিভঙ্গ মুরারি !
(তখন) ভয় পেয়েছি ভারি ।
এবার বেঁচে গেছি প্রাণে, বাড়ী ফিরি মানে মানে,
আসন্ন বৈধব্য তাঁদের ঘুচাই যদি পারি—
ওরে দ্বার ছেড়ে দে দ্বারী ।

ও তার কটিদেশে

সারিয়া। ও তার কটিদেশে পরা নহে পীতধড়া নাহি শিখি-চূড়া শিরে।

হামিদা। ও সে বাজায় বাঁশী মুখে মৃদু হাসি, নিকুঞ্জে যমুনাতীরে গো!

সারিয়া। ও তার রাজীবচরণে বাজে না নূপুর, রিনিনি ঝিনিনি কি দিন দুপুর;

হামিদা। নহে সুবঙ্কিমঠাম, নবঘনশ্যাম — কথা নাহি কয় ধীরে গো।

সারিয়া। ও সে জানেনাক ছলা কলা গো;

হামিদা। হাতটি ধরিতে ভুল ক'রে যেন ধরে না কাহারও গলা গো।

সারিয়া। ও সে বেণীটি ধরিয়ে হাসিতে হাসিতে দেয়নাক কাণমলা গো।

হামিদা। কারো কাণে কাণে কথা কয় না সে কথা সাদরে যায় না বলা গো।

সারিয়া। সে নয় কালো শশী (যা কেউ কোথায় দেখেনি গো)

হামিদা। সে নয় কেলেসোণা (যা কোথাও কেতাবে লেখেনি গো।)

উভয়ে। সে নয় মদনগোপাল, — ননীর অঙ্গ;

কুঞ্চিত কেশ বাঁকা ত্রিভঙ্গ;

রমণীর মত জানে না রঙ্গ

অপাঙ্গে চায় না ফিরে।

নিদয় বিধাতা

সারিয়া। নিদয় বিধাতা, কেননা আমারে জগতে পাঠালে রমণী করে' রে।

হামিদা। শুধু সহিব না প্রসববেদনা দশ মাস তারে জঠরে ধ'রে রে!

সারিয়া। পরিতাম মালা, খাইতাম মধু,

হামিদা। ডাকিতাম শুধু প্রাণনাথ, বঁধু,

সারিয়া। বাঁধিতাম বেণী

হামিদা। দেখিতাম শুধু প্রেমের স্বপন ঘুমের ঘোরে রে।

ও তাঁর বিশাল দেহ

হামিদা। ও তাঁর বিশাল দেহ, দেখেনি কেহ,
হেন বাহু দুইখানি।
সারিয়া। তাঁর উচ্চ ললাট বক্ষ বিরাট, মেঘগম্ভীর বাণী গো!
হামিদা। ও তাঁর প্রকাণ্ড গোঁফ্—
সারিয়া। বৃষস্কন্ধ—
হামিদা শিরোপরি নাহি কেশের গন্ধ—
সারিয়া। সখীরে তোমার কপাল মন্দ—
হামিদা। জানি সখি তাহা জানি গো;
সারিয়া। নাহি যদি পাও তাঁহারে—
হামিদা। তোমার ভাগ্য বলিয়া মানি গো।

নিয়ে বারো হাজার

হুজীর। নিয়ে বারো হাজার তুরুক সোয়ার
সোরাব এল সবাই কয়।
আফ্রিদ্। তার উদ্দেশ্যটা?—
হুজীর। ঠেক্‌ছে যেন কর্‌তে চায় এ দুর্গজয়।
আফ্রিদ্। তোমরা কেন অলস এবে, যুদ্ধ কর—
হুজীর। দেখ্‌ছি ভেবে,
আফ্রিদ্। বিনা যুদ্ধে দুর্গ ছেড়ে দেবে!
হুজীর। সত্যি সত্যি তাও কি হয়?

আফ্রিদ্। পর বর্ম্ম চর্ম্ম শিরস্ত্রাণ—
লও ভল্ল অসি ধনুর্ব্বাণ,
হুজীর। যাঁর ইচ্ছা তিনি যুদ্ধে যান।
আফ্রিদ্। সেনাপতি!
হুজীর। যিনি চান—
আসুন, এ পদ কর্চ্ছি দান;
আফ্রিদ্। দেশের জন্য দিচ্ছ প্রাণ—
হুজীর। প্রাণটী এমন তুচ্ছ নয়।

বঁধু হে আর কোরোনা রাত

বঁধু হে আর কোরোনা রাত।
শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার বাড়া ভাত।
তুমি খেলে আমি খাব, এ কথা না মূলে ভাবো,
কখন আমি শুতে যাবো, (তাই) ভাব্‌ছি দিয়ে মাথায় হাত।
ছেলেরা সব নাইক বাড়ী, মেয়ে আছে জেগে,—
দাসী কর্চ্ছে বকাবকি—আমি যাচ্ছি রেগে;—
ঘরের মধ্যে বিষম মশা, অসাধ্য এখানে বসা,
বিরহিণীর দশ দশা জানোই ত প্রাণনাথ।

এখনো তারে চোখে দেখিনি

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু কাব্য পড়েছি,
অমনি নিজেরই মাথা খেয়ে বসেছি।
শুনেছি তার বরণ কালো, কিন্তু তার চেহারা ভালো ;
ওগো বল, আমি—তারে নিয়ে দেশ ছেড়ে যাবো কি ?
শুধু বারান্দায় যাচ্ছিল সে, "হুঁ হুঁ" করে' ভৈরবী ভাঁজ্‌ছিল সে,
তাই শুনে বাপ্‌—দুই তিন ধাপ্‌, ডিঙিয়ে এলাম মেরে এক এক লাফ্‌;
উপরতলায় যে খুসী সে যায়, ভূনি চিঁড়া যে খুসী সে খায় ;
সখি বল, আমি—আদা দিয়ে কচুপোড়া খাব কি ?

ওহে প্রাণনাথ পতি

ওহে প্রাণনাথ পতি তুমি কোথায় গেলে গো।
এ ভব-সংসার মাঝে আমায় একা ফেলে গো।
রাস্তা ভারি এঁকাবেঁকা, কেমনে চলিব একা,
প্রাণপতি দাও হে দেখা (পায়ে) দিওনাক ঠেলে গো।
রেঁধেছি ইলিশ মৎস্য, খিচুড়ী ও ছাগবৎস,
একা আমারই খেতে হবে (ওগো) তুমি নাহি খেলে গো।

পাকা কলপ দিয়ে মাথে, কে হাস্‌বে আর বাঁধা দাঁতে,
প'রে মিহি কালাপেড়ে, যেন কচি ছেলে গো।
হাত দুইখানি ধরি', কে ডাকিবে "প্রাণেশ্বরি" ?
আহা, উহু, ওহো মরি—তুমি নাহি এলে গো।

আর তো চাটগাঁয় যাবো না

আর তো চাটগাঁয় যাবো না ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়।
চাটগাঁর খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি কল্‌কাতায়।
চাকর পেয়েছি, বামুন পেয়েছি, চাটগাঁর খেলা ভুলে গেছি ভাই,
তোমরা সবাই ভোগো গিয়ে পিলে আর ম্যালেরিয়ায় ;
খাঁটি কথা—যাচ্ছি না আর তোমাদের ঐ চাটগাঁয় !
এই ছড়ি নে এই ছাতা নে, 'আপাততঃ বিদায় দে ভাই,
তোমরা সবাই সোজা হ'য়ে দাঁড়িও সে সেওড়াতলায়'—
ঠানদিদিকে বোলো নেপাল বেঁচে আছে টায় টায়।

আহা কিবা মানিয়েছে রে

(—আহা কিবা মানিয়েছে রে—
ওহো কিবা মানিয়েছে।)

যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু,
যেন কৃষ্ণের পাশে বলরাম ; (ব্রজের কুঞ্জবনে)
যেন নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটি,
আর টপ্পার সুরে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা)

যেন কপির সঙ্গে মটর সুঁটি,
যেন ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম ; (বৈশাখ চৈত্রমাসে)
যেন মুড়ীর সঙ্গে পাঁপর ভাজা,
আর মদের সঙ্গে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা)

যেন জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা,
যেন গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম ; (ও সেই দ্বাপর যুগে)
যেন বিয়ের সঙ্গে রসনচৌকী,
আর মরণকালে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা।)